চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 7 January, 2020 ■ আগরতলা, ৭ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ২১ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে ১৯২টি কাজ অসম্পূর্ণ রেখে শাসন ক্ষমতা বদল হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। রাজ্যে ১৯২ কাজ অসম্পূর্ণ রেখে শাসন ক্ষমতা বদল হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থ বছর থেকে শুরু করে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ওই কাজে ৫৫১ কোটি টাকা অব্যয়িত রয়েছে। অবশ্য রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর এখন পর্যন্ত ৭১ টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আরও ৩৫টি কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। এমনকি এক বছরের মধ্যে সমস্ত অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে বলে দাবি বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের।

প্রসঙ্গত, গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা চালু করেছিল। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে ২৬৯৮ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। ২০০১-০২ অর্থ বছর থেকে প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল কিন্তু, প্রকল্প শুরু হওয়ার কিছু দিন পর থেকেই এই প্রকল্পে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উঠতে শুরু করে। বিশেষ করে নির্মাণ সংস্থা বাছাই নিয়েই পাহাড় প্রমাণ অভিযোগ ছিল। অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় নির্মাণ কাজে নির্মাণকারী সংস্থা বাছাই করতে গিয়ে একাধিক ভুল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাই, ১৯২টি কাজ পূর্বতন সরকারের আমলে সমাপ্ত হয়নি।

পূর্ত দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ি ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে একটি, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ১০টি, ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ২টি, ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১২টি, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১২৪টি, ২০১৬-১৭ ☛ ৬এর পাতায় দেখুন

পূর্বোত্তরের দলগুলির সঙ্গে ১৯ জানুয়ারী বৈঠকের সম্ভাবনা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, এনজিও-সহ অন্যান্যদের সাথে আগামী ১৯ জানুয়ারি শিলঙে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৈঠকে মিলিত হতে পারেন। এমনটা জানতে পেরেছেন আইপিএফটি-র সাধারণ সম্পাদক তথা ত্রিপুরার উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। তাঁর কথায়, ওই বৈঠকে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন চালু হলে রাজ্যের সমস্যাগুলি সবিস্তারে আবারও তুলে ধরা হবে। তাঁর বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই রাজ্যের সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে দেখে সেগুলি সমাধানের জন্য বিবেচনা করবে।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিজেপি'র শরিক দলগুলিও এই আইনের বিরোধীতায় ক্রমাগত প্রতিবাদ জানাচ্ছে। রাজ্যেও বিজেপি জোট শরিক আইপিএফটি এই আইনের বিরোধীতায় আন্দোলনে নেমেছে। দলের সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্যের উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, ২০১৬ সাল থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে আন্দোলন করছে আইপিএফটি। তা এখন আইনে পরিণত হয়েছে। তাঁর দাবি, আইনটি দেশবাসীর জন্য ক্ষতিকারক। এতে জাতি-উপজাতি উভয় অংশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাঁর দাবি, সিএএ রাজ্যে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে।

মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা আন্তর্জাতিক সীমান্ত-ঘেঁষা রাজ্য হওয়ায় ক্রমাগত অনুপ্রবেশ ঘটছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে একাধিকবার অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই বিজেপি'র শরিক দল হয়েও এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে হয়েছে। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সিএএ'র প্রভাবে রাজ্যের সমস্যাগুলি জানানো হয়েছে। তিনিও আমাদের সমস্যা নিয়ে ওয়াকিবহাল বলে জানিয়েছেন। মেবার কুমার জমাতিয়ার বক্তব্য, এই আইন রাজ্যে চালু হলে এখানে জনসংখ্যা আরও অনেক বাড়বে। এতে উপজাতিরা জনসংখ্যার নিরিখে সংখ্যালঘু হয়ে পড়বেন। তাঁর মতে, ওই সব সমস্যার স্থায়ী সমাধানেই এডিসি এলাকা নিয়ে পৃথক রাজ্যের দাবী জানাচ্ছি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও এই বিষয়ে আমাদের সাথে ☛ ৬এর পাতায় দেখুন

খুমুলুঙে আইপিএফটির অনির্দিষ্টকালের গণঅবস্থান শুরু হয় সোমবার। ছবি নিজস্ব।

দিল্লি ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা, এক দফায় ভোট ৮ ফেব্রুয়ারি ফলাফল ১১ই

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): বহু দিনের প্রতীক্ষার অবসান। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল আরোরা। সোমবার বিকেল ৩.৩০ মিনিট নাগাদ সাংবাদিক বৈঠক করে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল আরোরা। দিল্লির ৭০টি বিধানসভা আসনে এক দফায় ভোটগ্রহণ হবে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি। ভোটের ফলাফল ঘোষণা হবে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল আরোরা জানিয়েছেন, ২০২০ সালের ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত দিল্লিতে মোট ভোটারের সংখ্যা ১,৪৬,৯২,১৩৬ জন। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি শেষ হচ্ছে দিল্লি বিধানসভার মেয়াদ। দিল্লিতে মোট ১৩,৭৫০টি ভোটকেন্দ্রে হবে ভোটগ্রহণ। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পরই দিল্লিতে লাগু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনী আচরণবিধিউ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, দিল্লির মুখ্যসচিব এবং পুলিশ কমিশনারের সঙ্গেও আলাদা করে বৈঠক করা হয়েছে। পুলিশের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গেও বৈঠক হয়েছে দফায় দফায়। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে। উল্লেখ্য, দিল্লিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিম্ন আদালতে ৫ জন এপিপি নিয়োগ বাতিল করল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। নিম্ন আদালতে ৫ জন এপিপি নিয়োগ বাতিল করে দিয়েছে হাইকোর্ট। সাথে মেধা তালিকায় বাছাই হওয়া দুই জন প্রার্থীকে দুই মাসের মধ্যে এপিপি পদে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। হাইকোর্টের ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে ত্রিপুরা সরকার, জানিয়েছেন অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুন কান্তি ভৌমিক।

২০১৮ সালের মে মাসে গোমতী জেলা শাসক নিম্ন আদালতে এপিপি নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন। কিন্তু নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা তালিকায় বাছাই করা প্রার্থীদের সুযোগ দেওয়া হয়নি। এই অভিযোগ এনে ত্রিপুরা হাইকোর্টে রিট মামলা করেছিলেন দুই আইনজীবী বাপি দে এবং জয়েস দে। এ-বিষয়ে মামলাকারীর আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন বলেন, মেধা তালিকার ভিত্তিতে বাছাই তালিকা তৈরি করে এপিপি নিয়োগের নিয়ম রয়েছে। সে মোতাবেক তাঁর মক্কেল বাপি দে এবং জয়েস দে মেধা তালিকায় ১ ও ২ নম্বরে রয়েছেন। তাঁর কথায়, গোমতী জেলা শাসক আইন দফতরের কাছে তাঁদের নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু, নিয়োগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে সমস্ত নিয়ম নীতি উলঙ্ঘন করে মেধা তালিকায় নীচের সারিতে যারা রয়েছেন তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, ওই নিয়োগের ক্ষেত্রে আইন দফতর গোমতী জেলা শাসকের সুপারিশকে অগ্রাহ্য করেছিল। মেধা তালিকায় বাছাই হওয়া দুই জনকে বাদ দিয়েই আইন দফতর এপিপি নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল।

পুরুষোত্তম রায় বর্মন বলেন, এপিপি নিয়োগে ওই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাঁর মক্কেল ত্রিপুরা হাইকোর্টে রিট মামলা করেন। পরবর্তী সময়ে উচ্চ আদালতে ওই আবেদনকে জনস্বার্থ মামলা হিসেবে গ্রহণ করে।

ওই মামলা নিয়ে অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতে সওয়াল করেন, এপিপি নিয়োগে ত্রিপুরা সরকার মেধা তালিকা মানতে বাধ্য নয়। এক্ষেত্রে যে কাউকে ত্রিপুরা সরকার এপিপি হিসেবে নিয়োগ করতে পারে। কিন্তু, আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন যুক্তি তুলে ধরে বলেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানের ১৪ ধারায় স্বেচ্ছাচারী হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এ-ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেএনইউ হিংসা ঃ এফআইআর দিল্লি পুলিশের, নানা স্থানে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর হামলার ঘটনায় এফআইআর দায়ের করল দিল্লি পুলিশ। সোমবার সকালে দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির ডিসিপি দেবেন্দ্র আর্য জানিয়েছেন, 'জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে রবিবারের হিংসার ঘটনায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া এবং সিসিটিভি ফুটেজ তদন্তেরই অংশ।' জেএনইউ-তে হিংসার ঘটনায় উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই জেএনইউ হিংসার ঘটনায় দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বাইজলের সঙ্গে কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনুরোধ রেখেছেন, জেএনইউ-র প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রবিবারের হিংসার ঘটনা নিয়ে কথা বলতে। উদ্বিগ্ন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। জেএনইউ হিংসার প্রেক্ষিতে, সোমবার সকালে নিজ বাসভবনে আম আদমি পার্টির সিনিয়র নেতা এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

রবিবার রাতে কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা অবস্থায়, হাতে লাঠি ও লোহার রড নিয়ে মুখোশধারীরা হামলা চালায় জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উপর। বাদ যাননি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারাওউ হামলায় জেএনই। ছাত্র সংসদের সভানেত্রী ঐশী ঘোষ-সহ ৩৪ পড়ুয়া আহত হয়েছিলেন। সোমবার সকালে প্রত্যেককেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এইমস ট্রমা সেন্টারের প্রধান ডা. রাজেশ মালহোত্রা জানিয়েছেন, চিকিতার পর সোমবার সকালে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৩৪ জন জেএনইউ পড়ুয়াকে।

কন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের সচিব অমিত খরের সঙ্গে দেখা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতির সম্পর্কে অবগত করালেন জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সোমবার রাজধানী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীর তথ্য কেন্দ্রের হাতে আছে

জনবিস্ফোরণ আটকাতেই আন্দোলন ঃ এনসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশকারীর হিসাব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারই সেই তথ্য দিয়েছে। তাই, ত্রিপুরায় আবারও জনবিস্ফোরণ আটকাতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় লাগাতার আন্দোলন করবে আইপিএফটি। হুঁশিয়ারি দিলেন আইপিএফটি সভাপতি তথা ত্রিপুরার রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা, এডিসি এলাকাকে নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠনের পাশাপাশি ত্রিপুরায় এনআরসি-র দাবিতে অনির্দিষ্টকালের গণ-অবস্থানে বসেছে শাসক জোট শরিক আইপিএফটি। সোমবার এডিসি সদর খুমুলুঙের ডুকমালি বাজারে গণ-অবস্থানের সূচনা করেন আইপিএফটি সভাপতি তথা ত্রিপুরার রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। তিনি বলেন, দেশভাগের পর ত্রিপুরায় ক্রমাগত অনুপ্রবেশ ঘটছে। বহু মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় এসেছেন। তাঁদের বিভিন্ন সময়ে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে ত্রিপুরার জনসংখ্যা অনেক বেড়েছে। তার মারাত্মক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ত্রিপুরায় চালু হোক তা আমরা চাই না। সাথে তিনি যোগ করেন, এডিসি এলাকাকে নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠন এবং ত্রিপুরায় এনআরসি চালুর দাবি জানাচ্ছি আমরা। এজন্যই অনির্দিষ্টকালের গণ-অবস্থানে বসেছে আইপিএফটি, বলেন নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা।

এদিন তিনি বলেন, দেশভাগের পর ত্রিপুরার উপর সবচেয়ে বেশি আঘাত এসেছে। তাঁর দাবি, ১৯৫৬ সালে সংসদে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ বলেছিলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামুটিয়া হাসপাতালে রোগীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ সেলাইন দেওয়ায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। মোহনপুরের বামুটিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসাধীন রোগীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ সেলাইন দেওয়ায় ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বিষয়টি পরিবারের লোকজনদের নজরে আসায় অল্পেতে প্রাণে বেঁচেছে রোগীটি। মোহনপুর মহকুমায় তালতলায় অবস্থিত বামুটিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিরুদ্ধে মেয়াদ উত্তীর্ণ সেলাইন ও ওষুধ রোগীদেরকে দেওয়া হচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। সোমবার হাতে নাতে এর প্রমাণও মিলেছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ সেলাইন দেওয়ায় এক রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে।

রোগীর নাম কর্ণজিৎ বিশ্বাস। পেটে ও বুকে প্রচন্ড ব্যাথা নিয়ে সোমবার সকালে রোগী ভর্তি হয় বামুটিয়া প্রাথমিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসে নিহত দুই, আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। জাতীয় সড়কে দূর্ঘটনায় আহতদের হাসপাতালে পৌছে দিয়ে মানবিকতার পরিচয় দিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। একটি কর্মসূচীতে অংশ নিতে যাওয়ার সময় রাস্তায় পরে কাতরাতে থাকে তিনজন আহতকে নিজ গাড়িতেই হাসপাতালে পৌছে দেন।

সোমবার বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর দুইনাম্বার গেইট কলেজ সংলগ্ন এলাকায় এক পথচারী পঞ্চাশোর্ধ মহিলা বাইকের ধাক্কায় গুরুতর ভাবে জখম হন। হরিশনগরের বাসিন্দা ওই পঞ্চাশোর্ধ মহিলা সহ বাইক চালক ও আরোহী গুরুতর আহত হন। পথচারী মহিলার নাম বীনা দাশ।

পুলিশ জানিয়েছে, টিআর ০৭ বি ৬১৬২ নম্বরের একটি বাইক প্রথমে ওই মহিলাকে ধাক্কা দেয়। তারপর বাইকটি নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে দূর্ঘটনাগ্রস্থ হয়। তিনজনই রক্তাক্ত অবস্থায় জাতীয় সড়কের পাশে পড়ে চিৎকার করছিলেন।তখনই এক মানবিকতার দৃশ্য লক্ষ্য করেছেন স্থানীয় জনগন। ওই সময় সেই রাস্তা দিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক যাচ্ছিলেন। তিনি একটি কর্মসূচীতে অংশ নিতে আগরতলা থেকে সোনামুড়া যাচ্ছিলেন। দূর্ঘটনায় আহতদের দেখে নিজে গাড়ি থেকে নেমে তার গাড়িতে তিনজনকেই টিএমসি হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসক এর সাথে কথা বলেন এবং তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

এ-বিষয়ে প্রতিমা ভৌমিক বলেন, মানুষের সেবা করা আমার দায়িত্ব। দূর্ঘটনায় আহতদের হাসপাতালে পৌছে দিয়ে সেই দায়িত্বই পালন করেছি। এদিকে পুলিশ বাইকটিকে থানায় নিয়ে গেছে। তাছাড়া এই দুর্ঘটনায় একটি মামলা রুজু হয়েছে।

ফের এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্যোগ মোকাবিলায় ত্রিপুরা-সহ দেশের সাতটি রাজ্যকে ৫৯০৮.৫৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : দুর্যোগ মোকাবিলা খাতে অসম, ত্রিপুরা-সহ দেশের সাতটি রাজ্যকে বিশেষ তহবিল বরাদ্দে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পৌরোহিত্য উচ্চস্তরীয় কমিটি দেশের সাতটি রাজ্যকে বন্যা, ভূমিধস এবং বৃষ্টিপাতে ক্ষয়ক্ষতির জন্য অতিরিক্ত ৫,৯০৮ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। অসম, ত্রিপুরা, হিমাচলপ্রদেশ, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশ ওই খাতে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য পাবে।

২০১৯ সালে দক্ষিণ পশ্চিম বর্ষা মরশুমে বন্যা, ভূমিধস এবং মেঘ ফেটে বৃষ্টিপাতে ক্ষতিগ্রস্ত সাটি রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতির জন্য সোমবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক উচ্চস্তরের বৈঠকে বসেন। ওই বৈঠকে উচ্চস্তরীয় কমিটি সাতটি রাজ্যকে ক্ষয়ক্ষতির জন্য অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তায় অনুমোদন দিয়েছে। কেন্দ্রীয় দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল থেকে অতিরিক্ত ৫,৯০৮ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হবে। এতে অসম ৬১৬ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা, ত্রিপুরা ৬৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা, হিমাচলপ্রদেশ ২৮৪ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা, কর্ণাটক ১,৮৬৯ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা, মধ্যপ্রদেশ ১,৭৪৯ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা, মহারাষ্ট্র ৯৫৬ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা এবং উত্তরপ্রদেশ ৩৬৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা পাবে।

ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার চারটি রাজ্যকে ৩,২০০ কোটি টাকা অন্তর্বর্তী আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছিল। এতে কর্ণাটক ১,২০০ কোটি টাকা, মধ্যপ্রদেশ ১,০০০ কোটি টাকা, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেট্রোলের সংকট, পাম্পে দীর্ঘ লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। আচমকা পেট্রোল পাম্পগুলিতে পেট্রোল সংকট দেখা দেওয়ায় যেসব পাম্পে পেট্রোল মজুত রয়েছে সেগুলিতে বাইক ও গাড়ির দীর্ঘ লাইন পরিলক্ষিত হয়েছে। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে তেল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। এ বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে, পেট্রোল- ডিজেলের তেমন কোন সংকট নেই। গত ৫/৬ দিন ধরে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে কুমারঘাট পেচারথল অঞ্চলে জাতীয় সড়ক মেরামতির কাজ চলেছে। ফলে তেল বোঝাই গাড়িগুলি রাস্তায় আটকে পড়েছে। সে কারণেই রাজ্যের পাম্প গুলিতে তেলের সাময়িক যোগানে সমস্যা দেখা হয়েছে। ২/১ দিনের মধ্যেই পরিস্থিতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টের রায়ে ফের নীরমহলের মালিকানা রাজ্য সরকারের হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। রাজ্যের খ্যাতনামা পর্যটন ক্ষেত্র ঐতিহাসিক নীরমহল-এর মালিকানা রাজপরিবারের হাত থেকে রাজ্য সরকারের হাতে ফিরে এসেছে। সোমবার ত্রিপুরা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ মহারানি বিভু কুমারী দেবীকে নীরমহলের মালিকানা এবং দখলসত্ব দেওয়ার জন্য নিম্ন আদালতের রায় খারিজ করে দিয়েছে। এ-বিষয়ে মহারানি বিভু কুমারী দেবীর সন্তান প্রদ্যুৎ কিশোর জানিয়েছেন, উচ্চ আদালতের রায়কে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানানো হবে।

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালের ২৫ এপ্রিল মহারানি বিভু কুমারী দেবী নীরমহলের মালিকানা এবং দখলসত্ব দাবি করে নিম্ন আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ওই মামলায় ২০১৫ সালের ৮ জুন

সিভিল জজ সি ডিভিশন মহারানি বিভু কুমারী দেবীর পক্ষে রায় দেয়। ওই রায়ের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা সরকার ২০১৫ সালের ২৫ জুলাই উচ্চ আদালতে আপিল করে। ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে মামলা দাখিল করেন আইনজীবী হিল্লোল লস্কর। ওই মামলায় সরকার পক্ষের পরিচালনায় ছিলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভৌমিক, বরিষ্ঠ আইনজীবী দেবব্রত চক্রবর্তী ও হিল্লোল লস্কর। অন্যদিকে, মহারানি বিভু কুমারী দেবীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন আইনজীবী বিআর চৌধুরী এবং দীপক দেব।

মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুরা সরকারকে নীরমহল দান করেছিলেন। নীরমহলকে ঘিরে মোট ভূমির পরিমাণ ৬.০১ একর। রাজপরিবারের পক্ষে ১৯৭৪ সালে ত্রিপুরা সরকারকে দানপত্র লিখে দেওয়া হয়েছিল। ত্রিপুরা সরকারকে ভূমি রাজস্ব ও সংস্কার আইনের ধারা ১০৭ মোতাবেক নীরমহল দান করা হয়েছিল বলে আদালতে অ্যাডভোকেট জেনারেল সওয়াল করেছেন। কিন্তু মহারানি বিভু কুমারী দেবীর আইনজীবী জোর সওয়াল করে বলেন, নিয়ম মেনে নীরমহল দান করা হয়নি।

আজ রায় ঘোষণার পর অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভৌমিক বলেন, কোনও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় একটি পেট্রোল পাম্পে বাইক ও গাড়ি চালকদের দীর্ঘ লাইন। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৮৯ ▫ ৭ জানুয়ারি ২০২০ইং ▫ ২১ পৌষ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

‘রাজধর্ম’ অলীক হইয়া উঠিতেছে

রাজনীতির অঙ্গন ক্রমশই কলুষিত হইয়া উঠিতেছে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক সদা সুশৃঙ্খল থাকিবার কথা থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার নানা সময়ে মাৎস্যন্যায়ের মতো কাজকর্ম করিয়া থাকে। ভারতীয় রাজনীতিতে ‘রাজধর্ম’ শব্দটি ক্রমশ অলীক হইয়া উঠিতেছে। নয়াদিল্লিকেন্দ্রিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হিসাবে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে বিশেষ চারটি রাজ্যের ট্যাবলো বাদ পড়িবার প্রসঙ্গটি উঠিয়া আসে। রাজ্যগুলি হইল: পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, কেরল ও বিহার। প্রথম তিন রাজ্যে কোনও না কোনও অ-বিজেপি দল ক্ষমতায়, এবং বিহারে ইদানীং শাসক দল জেডিইউ-র সহিত নিয়মিত মতবিরোধ হইতেছে প্রধান শরিক বিজেপির। বারংবার জোট বিরোধী মন্তব্য করিতেছেন জেডিইউ নেতা প্রশান্ত কিশোর, বিহারে সিএএ চালু করিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক শীতল বা মন্দ হইবার পর প্রজাতন্ত্র দিবসের ট্যাবলো বাদ পড়িলে ঘটনাক্রমকে আর সরল ভাবে দেখিবার উপায় থাকে না। অনুমান করা যায়, দেশের শাসককে এমন এক রাজনীতিসর্বস্বতা গ্রাস করিতেছে, যেখানে প্রশাসক সত্তাটি তাহারা বিস্মৃত হইয়াছে। দুই পরিচিতি গুলাইয়া যাইলে যাহা হয় বিন্দুমাত্র সহিষ্ণুতাও প্রশ্নাতীত।ধরা যাউক পশ্চিমবঙ্গের কথা। রাজ্য সরকারের তরফে তিনটি বিষয় প্রস্তাব করা হইয়াছিল: কন্যাশ্রী, সবুজশ্রী ও জল ধরো জল ভরো। তিনটিই রাজ্য সরকারের (রাজ্যের শাসক দলের নহে) প্রকল্প হইলেও একটি বিষয়কেও উপস্থাপিত করিবার উপযুক্ত বলিয়াই গণ্য করেন নাই বাছাই কমিটির সদস্যেরা। কেরলে আবার বিষয় লইয়াও কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের স্থান ছিল না। দক্ষিণের রাজ্যটির এই বারের বিষয় ছিল নৃত্যশৈলী ও স্থাপত্য, এবং তাহার সহিত ব্যাকওয়াটার। মালয়ালি সংস্কৃতি লইয়া যদি বিরোধ না থাকে, তাহা হইলে এই বিষয় লইয়া সঙ্কট ঘনাইবার কথা নহে। কেরলের আইনমন্ত্রী এ কে বালন জানাইয়াছেন, সিএএ বিরোধী প্রস্তাব পাশ করাইবার কারণেই ট্যাবলো বাদ পড়িয়াছে বলিয়া অনুমান। বস্তুত, একই কথা খাটিবে অবশিষ্ট তিন রাজ্যের ক্ষেত্রেও। রাজনীতির স্বার্থসিদ্ধি হয়তো হইল, কিন্তু দেশের হইল কি? বিশেষ করিয়া ভারতের মতো দেশের? বিবিধতার যে সহাবস্থান ভারতের সৌন্দর্য, উহা প্রতি দিন কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বগ্রাসী রাজনীতিতে ঢাকা পড়িতেছে।এই ধরনের নিম্নরুচির রাজনীতিতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাজকর্মে একটি ভারসাম্য রক্ষা করিবার নীতিটি পালিত হওয়া জরুরি যুক্তরাষ্ট্রীয়তা বজায় রাখিবার জন্যই। অথচ এখন ক্রমশ তাহা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে, রাজধর্ম অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রদেশগুলির নিজস্বতা বিলীন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রজাতন্ত্র দিবস কিন্তু সমগ্র দেশের উৎসব। সমগ্র দেশ বলিতে আঠাশটি রাজ্য ও নয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লইয়া গঠিত এক ভূখণ্ড। বিজেপি পাল্টা যুক্তি দিয়া বলিয়াছে, তাহাদের শাসনাধীন কিছু ট্যাবলোও নির্বাচনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কিন্তু প্রশ্নটি হইল, দেশের প্রজাতন্ত্র দিবসে একটিও প্রদেশ বাদ পড়িবে কেন? দেশের প্রতি অঞ্চল যদি একই আদর না লাভ করে, যদি একই ছত্রচ্ছায়ায় লালিত না হয়, তাহা হইলে উহাকে বিমাতৃসুলভ আচরণই বলিতে হইবে। ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম না করিলে কেবল বৈষম্য বাড়িবে না, দেশের চেহারাটিই পাল্টাইয়া যাইবে। তাহাতে গণতন্ত্রের বিপদ ঘনিয়া আসিতে বাধ্য হইবে।

ধর্মঘটের বিরুদ্ধে দুর্গাপুরে ইস্পাতে বিক্ষোভ প্রদর্শন বিএমএসের

দুর্গাপুর, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : বাম, কংগ্রেস সহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা ভারত বনধের বিরোধীতায় পথে নামল ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ। ধর্মঘট ব্যার্থ করতে সোমবার রাষ্ট্রায়ত্ত দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বিএমএসের কর্মী সমর্থকরা।

উল্লেখ্য, ১২ দফা দাবি তথা ইস্যুকে কেন্দ্র করে আগামী ৮ জানুয়ারি ধর্মঘটের ডাক দেয় সিপিএম, কংগ্রেস সহ কয়েকটি শ্রমিক সংগঠন।ধর্মঘটে অন্যতম ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে এনআরসি , সিএএ ও এনপিআর ইস্যু। বাম কংগ্রেস সহ বিভিন্ন দলগুলির ডাকা ধর্মঘটেও ব্যানারে সেই “নো এন আর সি , নো সিএএ।’ তবে সিপিএম থেকে দাবী করেছে, শুধু এনআরসি বা সিএএ নয় , রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা গুলির বেসরকারীকরণ সহ লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি এই বনধের অন্যতম ইস্যু।

যদিও এই ধর্মঘটে নেই তৃণমূল। সিএএ র বিরোধীতায় সরব তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর ভিন্ন দলের বনধ রুখতে একাধিক ব্যাবস্থা নিয়েছেন। এবারও কি সেই দাওয়াই বজায় থাকবে ? এই প্রশ্ন কিন্তু ইতিমধ্যেই উঠতে শুরু করেছে রাজ্যজুড়ে। বিজেপি বিরোধিতায় যখন প্রায় সব দল এক ছাতার তলায় , তখন তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা কি হবে? সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। অন্যদিকে ধর্মঘটের বিরোধীতায় পথে নামল গেরুয়া শিবিরের শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ(বিএমএস)। সোমবার দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় ধর্মঘট ব্যার্থ করতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিএমএস। সংগঠনের দুর্গাপুর ইস্পাত ইউনিটের সাধারন সম্পাদক মানস চট্টোপাধ্যায় বলেন,’ ৮ জানুয়ারি যে ধর্মঘট ডাকা হয়েছে, তাতে শ্রমিকদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। বনধ ডেকে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। তাই বনধকে ব্যার্থ করার অবেদন রাখছি।’

হিংস্র প্রাণীর আক্রমণের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে জঙ্গলে যাওয়া নিষিদ্ধ করল বনদফতর

মেদিনীপুর, ৬ জানুয়ারি (হি. স.) : জঙ্গলে বাঘের উপস্থিতি ও আক্রমণের সম্ভবনার জেরেই জঙ্গলে যাওয়া নিি্যদ্ধ করল বনদফতর। জঙ্গলমহল এলাকার বাসিন্দাদের মাইর্কিং করে সতর্ক করে দেওয়া শুরু করে দিল বনদফতর।

সোমবার সকাল থেকেই সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়, হিংস্র প্রাণীর আক্রমণের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে জঙ্গলে যাওয়া নিষিদ্ধ। সেইসঙ্গে জঙ্গল সংলগ্ন রাস্তায়ও সাবধানে চলাফেরা করার কথা বলা হয় মাইকিং করে।২০১৮ সালে একইভাবে মাইকিং করে বনদপ্তর-এর পক্ষ থেকে বাঘের আক্রমণের ভয়ে সাবধান করা হয়েছিল। জঙ্গলে কাঠ পাতা সংগ্রহ করতে না পেরে রুজি হারিয়েছিলেন জঙ্গলমহল সংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দারা। সেই সঙ্গে বাইরে কাজে গিয়ে ফেরার ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতার কথা ভেবে কাজ হারা হয়ে গিয়েছিলেন অনেকে। সেই একই আতঙ্ক ও পরিস্থিতি ফের ফায়ার এল, এমনটাই মনে করছেন গ্রামবাসীরা।

জেএনইউতে হামলা নিয়ে গেরুয়া শিবিরের অন্তরে দুই নেতার গলায় ভিন্ন স্বর

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি. স.) : জে এন ইউতে হামলার প্রতিবাদে যখন রাজ্যজুড়ে মিছিলের ঝড় উঠেছে এবিভিপি বিরুদ্ধে ঠিক তখনই গেরুয়া শিবিরের অন্তরে দুই শীর্ষস্থানীয় নেতার মুখে শোনা গেল দু”রকম কথা। জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নির্বিচারে পড়ুয়াদের উপর হামলা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়েছেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়।

সোমবার মুকুলবাবু জানিয়েছেন, ’জেএনইউ তে গার্লস হোস্টেলের হামলা অত্যন্ত দুঃখজনক। এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত’। পাশাপাশি তদন্তে প্রমাণিত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও এদিন করেন তিনি। এছাড়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। সেই তদন্তে আশা রেখে মুকুলবাবু এই ঘটনার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার হবে বলেই আশা করছেন।

অন্যদিকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ’এবার হিসেব বরাবর হচ্ছে’। যদিও এবিভিপি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। কিন্তু দীলিপবাবুর এই মন্তব্য প্রচ্ছন্নভাবে হলেও উস্কানিমূলক বার্তা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ভারতীয় রাজনীতি আজ কোন্ পথে

হরিগোপাল রায়

‘রাজনীতি’ কথাটির ব্যুৎপত্তিগত হচ্ছে ‘নীতিনাং রাজঃ ইত্যর্থে রাজনীতিঃ’। আবার, ‘নীতি’ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে— নী-ধাতুর সঙ্গে ক্তিন্, প্রত্যয় যুক্ত হয়ে। নী-ধাতুর মানে বোঝায় ‘নিয়ে চলা’ (টু লিড্)। সুতরাং, রাজনীতি অর্থে তাই বুঝব, যা আমাদের জীবনে চলার পথে সঠিক পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করতে গেলে, প্রথমেই বলতে হবে যে, আদতে মানুষ জীব হলেও সে উন্নত মননশীল বা মন প্রধান জীব। সেজন্য মানুষ মূলত জীব হওয়া সত্ত্বেও বিচারশীল বা র‍্যাশনাল জীব হওয়ায় জগতে অন্যান্য মনুষ্যেতর জীবদের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতির জীব। যেমন --- ১) অন্যান্য জীবেরা পুরোপুরিভাবে প্রকৃতি নির্বর কিন্তু, মানুষ তা নয়। মানুষ তার বুদ্ধি ও চিন্তা --- মেধা শক্তি কাজে লাগিয়ে প্রকৃতির গোপন রহস্য জেনে নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে বল মানিয়েছে ও প্রকৃতিকে ক্রমান্বয়ে জয়ও করে চলেছে। তা আমরা মানুষের জয়যাত্রা দেখলেই বুঝতে পারি— একদার গুহামানবের যুগ থেকে চলা শুরু করে আজ সে স্থলে, জলে ও অন্তরীক্ষে বিচরণ করছে। এজন্যই বলা হয় যে— মানুষের জীবন হল এক আদর্শ প্রবাহ। (হিউম্যান লাইফ ইজ্ ম্যান, ইডিওলজিক্যাল ফ্লো) তাই, মানুষের জীবনে রয়েছে তিনটে দিক --- ১)অস্তি (মানে অস্তিত্বরক্ষার জন্যে নিয়ত সংগ্রাম) ২) ভাতি অর্থাৎ বিকলিত হওয়া ও বিস্তার লাভ করা অর্থাৎ মনোজগতে ক্রম -উন্মোচিত হওয়া ৩) আনন্দম্ অর্থাৎ অসম্পূর্ণতা থেসে পূর্ণতাপ্রাপ্তির মাধ্যমে আত্মতুষ্টিলাভ করে আস্থিত হওয়া — ক্ষুদ্রত্ব থেকে মহত্ত্বে তথা পূর্ণ মনুষ্যত্বে উত্তরণ ঘটানো তাই, মানুষেড জীবনে প্রতিনিয়ত যে সংগ্রাম অবধারিত তা চলে তিনটে ধাপ অনুসারে ১) জড় সংঘাত ২) ভাব সংঘাত ৩) বৃহত্বের আকর্ষণ। বস্তুত, এই তিনের সাহায্যেই কলার মোচার মতো মানুষের বিকাশ ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে সেজন্যেই জন্মসূত্রেই মানুষ পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে, মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে ও দেবত্ব থেকে ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে তার মনুষ্য জীবন সার্থক করে তুলে। এই হল অধ্যাত্ম শাস্ত্রের কথা।

প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, রাজনীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চেয়ে অধ্যাত্মবাদ কেন এল। এই কেন-র মধ্যেই উত্তরটি নিহিত রয়েছে। আর, সেই দিকটা উন্মোচন করার তাগিদেই আমার এ লেখাটির প্রয়াস।

তো তার আগে এখানে আরেকটি দিক নিয়ে কিছু বলতে হচ্ছে। মানুষ মূলত যূথবদ্ধ প্রাণী বলেই সমাজবদ্ধ জীব। তাই সে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকা ও ক্রমোন্নতি তথা সুখলাভের প্রত্যাশা নিয়ে ক) সমাজ রচনা করেছে, খ) রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়েছে গ) রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে সরকার ঘটনের প্রক্রিয়ার উদ্ভব করেছে ঙ) একই উদ্দেশ্য সংবিধান রচনারও প্রয়োজন অনুভব করেছে চ) শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে সেই শাস্ত্র নীতি অনুসারেই দেশশাসন বা পরিচালনার নির্দেশনা ছিল। কিন্তু, শাস্ত্র অধ্যয়ন বা অধ্যাপনার কাজ সমাজের নির্দিষ্ট একটা ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকার কারণে রন্ধ্রপথে সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে গলদ ঢুকে গিয়েছিল। আর, সেই কারণেই রাজতন্ত্র থেকে আধুনিক গণতন্ত্রে সমাজ শাসন প্রক্রিয়ার রূপান্তর ঘটেছে, যদিও এযাবত আবিষ্কৃত রাষ্ট্র পরিচালনার প্রক্রিয়া সমূহের মধ্যে গণতন্ত্র অপেক্ষাকৃত ভাল হলেও নিখুঁত ভাল প্রক্রিয়া নয়। কারণ, সমাজ মানে সবাইকে নিয়ে চলার কথা। কিন্তু, গণতন্ত্রে বলা হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের কথা— সকলের কথা নয়। বহুত্ববাদের কথা বলা হলেও সামুহিকতার কথা গণতন্ত্রে বলা নেই। তবে, মানবতার সামূহিক কল্যাণসাধনের লক্ষ্যেই ভাবা উচিত --- ‘সর্বজনহিতায় সর্বজনসুখায় লোককল্যাণার্থম্চ্’। অর্থাৎ কেবল মেজরিটি নয়, গোটা সমাজের কথাই ভাবতে হবে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, এই যে সমাজের সবাই কার পূর্ত্তির কথা, কল্যাণের কথা বলা হয়েছে, এটাই হচ্ছে প্রকৃত মানবিকতা (হিউম্যানিটি বা হিউম্যানিজম— এধরনের ভাবনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে, প্রকৃত মানবিক চেতনা তথা মনুষ্যত্ববোধ। এখানেই মনুষ্যত্ব আর পশুত্বের মধ্যে প্রভেদ। এই সামগ্রিকতার চেতনাই এনে দেয় জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা বোধেরও ওপরে বিশ্বৈকতাবাদের চেতনা (রিয়্যাল য়ুনিবার্সালিম) আর এইরূপ চেতনরাই অন্য নাম--- আধ্যাত্মিকতা। সুতরাং প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মচেতনা লোকদেখানো হিন্দুত্ববাদ, ইসলাম, খ্রীস্টানিটি, জৈনত্ব বা বৌদ্ধত্বের মধ্যে নিহিত নেই— তা পরিস্ফুট হবে মানুষের মননশীলতার মধ্য দিয়ে, ব্যাপ্টির বা গোষ্ঠীর আচরণের মধ্য দিয়ে — কোনরূপ বাহ্যিক বা লোকদেখানো ভড়ং-এর মধ্য দিয়ে নয়। অথচ, খুবই পরিতাপ ও মর্মবেদনার বিষয় হচ্ছে, আমাদের ভারতীয় রাজনীতি, বর্তমান এক বিংশ শতাব্দীতেও ক্ষুদ্রতা, নীচতা সংকীর্ণতা, পংকিলতা, কূপমন্ডুকতা ও গোঁড়ামির অন্ধত্বের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে মনুষ্যত্ব বিবর্জিত এক পশ্বেতর পর্যায়ে ঘোরপাক খাচ্ছে। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, ঐশ্বর্য ও গরিমা-মহিমা আজ সবই ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, ভারতবর্ষ অতীতে ধনে জনে বিপুল সম্পদে ঐশ্বর্যে খুবই গরীয়ান ও সমৃদ্ধ ছিল। এজন্যেই ‘ভারতবর্ষ’ নামটি এই ভূভাগের হয়েছিল। প্রাচীনকালে এই দেশই ছিল পৃথিবীবাসীর ভরণপোষণের ভরসাস্থল। ভারতবর্ষকে বলা হত তখন ‘গোল্ডেন পিজিয়ন’ বা স্বর্ণ কবুতর। এজন্যেই সারা পৃথিবী থেকে যুগে যুগে বহির্ভারতীয়রা এসে এই ভূভাগের ওপর হামলে পড়েছে, তাকে খুবলে নিয়েছে ও আজকের দৈন্যদশায় উপনীত করেছে।

কিন্তু, প্রসঙ্গক্রমেই বলতে হচ্ছে যে, বহিরাগতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অনিষ্ট করেছে এই দেশটার ও দেশবাসীদের ইংরেজরা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই মাটির মূল বৈশিষ্ট্য প্রথম মার খেয়েছিল বহিরাগত আর্যদের হাতে, পরবর্তীকালে তুর্কী, পাঠান মোগল, মঙ্গোলীয় ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের হাতে। তবে, সবচেয়ে বেশী ক্ষতিটা করেছে ইংরেজরা। আর্যদের বর্ণাশ্রম, কর্ণাটকীয় সেনারাজাদের জাতিভেদ ও কৌলীন্য প্রথা ভারতীয়ত্বের মূলে আঘাত করেছিল। কিন্তু ধর্মের নামে ধর্মমত বা রেলিজিয়ন (হিন্দু-মুসলিম ইত্যাদি)-এর উন্মাদনা জাগিয়ে দেশবাসীদের মধ্যে বিভাজন এনে দিয়ে মারাত্মক ছোবলের সাহায্যে অপরিমেয় ক্ষতি করেছে ব্রিটিশরা। তাদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ আজও ভারতবাসীকে সেই মারাত্মক বিষে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য সভ্যতার কুফসল হচ্ছে রাজনীতির পরিবর্তে পলিটিক্সের আবিষ্কার। পলিটিকস্‌কে তারা বলছেন--- রাষ্ট্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে গৃহীত কূটচাল বা কূটবুদ্ধি। কাজেই, তাতে নীতি, আদর্শ, ন্যায়-অন্যায়বোধের চেতনার কোন বালাই নেই। বস্তুতঃ, পাশ্চাত্যের এই ধ্যান-ধারণাই বিগত পৌনে দু’শত বছরের ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় রাজনীতিকে কলুষিত করেছে। আজকের ভারতীয় রাজনীতিকে আদৌ ‘নীতি’ বাদবাচ্য বলাটাও বোধ করি সত্যের অপলাপমাত্র বলাসঙ্গত।

এখন, আজকের ভারতীয় রাজনীতির একটা ভাষিক আল্ট্রাসোনোগ্রাফিক্যাল রিপোর্ট যদি তৈরি করা যায়, তা আশা করছি অনেকটাই এইরূপ হবে :—

১) পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও কালচার ভারতীয় রাজনীতির মেরুমজ্জাকে ক্ষয়ে দিচ্ছে। ২) জাতির নামে বজ্জাতি করে সাগর পাড়ের তস্কর— লুটেরারা তাদের ঝুলি ভরে নিয়েছে। বিনিময়ে ভারতবাসীকে বড় অংশকে শিখিয়েছে--- ভিক্ষাবৃত্তি, যুক্তিহীন অনুকরণপ্রিয়তা, তাঁবেদারি, পরমুখাপেক্ষিতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, জড়কেন্দ্রিক ভোগবাদ ও সুবিধাবাদ। ৩)জনকল্যাণে প্রকৃত রাজনীতির উপযোগ ঘটানোর পরিবর্তে পলিটিক্সের খেইল্ দেখাতে নীতি-আদর্শ, হিতাহিত চেতনা বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতা দখল, ক্ষমতা আঁকড়ে থাকাটাই রাজনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য বলে বিবেচনা করা। ৪) মানবিকতা ও সমাজচেতনাকে গুরুত্ব না দিয়ে ক্ষুদ্রস্বার্থ, গোষ্ঠীচেতনা, স্বজনপোষণ, ক্যাডার তোষণ, ক্ষমতা লাভের ভোট শিকার ও ভোট শিকারের জন্য উপযুক্ত দালাল ও আমলা-ক্যাডারদের ভর্তুকি দেওয়া, প্রশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি। ৫) গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোগত ভোটপ্রাপ্তিই যেহেতু তথাকথিত রাজনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য, তাই জনগণ ও জনস্বার্থ গোল্লায় যাক, যখন যা দরকার তখন তা’ (য-যা-ত-তা) করাটাই একমাত্র বিবেচ্য। ৬) কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখতে চেয়ে সমষ্টির চেয়ে গোষ্ঠীর স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া, গোষ্ঠীর কল্যাণে সমষ্টির স্বার্থকে বিপন্ন করা বা বিসর্জন দেওয়া (যেমন, হিন্দী সাম্রাজ্য কায়েম রাখতে চেয়ে বাঙালী জনগোষ্ঠীর ওপর শোষণ, অবদমন, রাষ্ট্রহীন বানাবার চক্রান্ত ইত্যাদি)। ৭) ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের দোহাইপড়ে পুঁজিবাদের বৈয়াষ্টিক মালিকানা ও ব্যাষ্টি স্বার্থকে ধরে রাখতে আইন প্রশাসনকে কাজে লাগানো।

রোকেয়া এবং বাঙালি মুসলমান নারী জাগরণের সূচনাপর্ব

গৌতম রায়

।। পূর্ব প্রকাশিতের পর।।

আজিজন্নোসার মায়ের নাম ছিল সৈয়দা রাহেলা খাতুন। পিতার কর্মক্ষেত্রে বসিরহাটের নিকটবর্তী স্থানে জন্মের পর থেকে বেড়ে ওঠা আজিজুন্নেসা প্রথাগত শিক্ষার কোনও সুযোগ কখনও পাননি। কিন্তু পারিবারিক পরিমন্ডলে, পিতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, দর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞানের সময়োপযোগী শিক্ষা লাভের সুযোগ তার ঘটেছিল। বিয়ের পর স্বামীগৃহে আজিজুন্নেসা যে কেবলমাত্রআরবি ফারসি শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন তা নয়, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠার ক্ষেত্রে তার স্বামী তাকে অসামান্য সাহায্য করেছিলেন। উগ্র নারীবাদীরা নারী আন্দোলনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে পুরষ বিদ্বেষকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। তাদের কাছে পুরুষ বিরোধিতাই নারীরা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে দেখা দেয় প্রকাশ পায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের নারী আন্দোলন তথা বাংলার নারী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব বেগম রোকেয়া থেকে শুরু করে আজিজুন্নেসা, সৈয়দা, মোতাহারা, বানু ফজলুল হকের কন্যা, কাফেলা নামক অসাধারণ গ্রন্থের রচয়িতা, সুফিয়া কামাল প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় নারী আন্দোলনের ব্যক্তিত্বদের কর্মজীবনের পূর্ণতার ক্ষেত্রে কখনও পুরুষের সঙ্গে ইচ্ছাকৃত দ্বন্দ্ব সংঘাতের পরিবেশ রচনা পরিমন্ডলে দৃশ্যমান হয়নি। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নেরও কখন পুরুষকে তারা প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করেননি। তারা সকলেই মনে করেছিলেন, পুরুষশাসিত সমাজের প্রতিবন্ধকতাকে নারী সমাজ তার আপন ব্যক্তি মাধুর্য, ধৈর্য, স্থৈর্য, প্রজ্ঞার ভেতর দিয়ে জয় করে নেবে। রোয়েকার স্বশিক্ষিত হয়ে উঠার পি ছনে তার বড় বোন কুরিমুন্নেসা এবং করিসুমেনেন্সার পুত্রদ্বয় প্রখ্যাত গজনবী ভাইদের অসাম্যান্য অবদানের কথা আমরা সবাই জানি। অভিজাত পরিবারের সন্তান রোকেয়ার নিজের অভিজাত পরিবারের আত্মীয় গজনবী ভাইদের স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে তত্ত্বাবধানে বাংলা, ইংরেজি এবং ফারসি ভাষায় নিজেকে বিশেষ রকমের অভিজ্ঞ করে তুলেছিলেন, এসব বিষয়ে নিয়ে আমাদের সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে সে অর্তে কোনও আলোচনাই থঅকে না। আজিজন্নোসার দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। সাতক্ষীরার

ক্ষেত্রে ইতিবাচক মানসিকতা আলোচিত হলেও আজিজুন্নসা খাতুনের মতো অত্যন্ত সাধারণ বাঙালি মুসলমান পরিবারের একটি মেয়ে প্রথম জীবনে তার পিতার সাহায্যে বাড়ির পরিমন্ডলের ভেতরে কিভাবে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বাংলা ভাষা চর্চা শুরু করেছিলেন, বিবাহের পর স্বামীর সাহায্যে কিভাবে আরবি ফারসি চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং স্বামীর প্রচেষ্টায় কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক মেয়ারাজ উদ্দিন আহমেদ বাঁশদহ গ্রামের মোকাদ্দেসুল হকের সঙ্গে প্রথম যখন তার বিয়ে হয়, তখন দাম্পত্য জীবনের নানা প্রতিবন্ধকতার ভেতরে ও তার স্বামী কিন্তু নিজের সংস্কৃতিমন্সক বিদ্যোৎসাহী, মানসিকতার তাগিদে পত্নীকে ইংরেজি, বাংলা সহ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চারক্ষেত্রে বিশেষ রকমের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। স্বামীর সহযোগিতার ফলেই আজিজুন্নেসা তার একমাত্র গ্রন্থ উদাসীন রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজিজুন্নেসার স্বামী মোকাদ্দেসুল হক অকাল প্রয়াত হন। স্বামীর মৃত্যুর পর উনিশ শতকের মফস্বলী মুসলিম জীবনে পুনবির্বাহের সাহস দেখিয়ে আজিজুন্নেসা যে প্রগতিশীল পরিচয় রেকেছিলেন তার প্রেক্ষিতে ঘিরে কিন্তু বাংলার সামাজিক ইতিহাসের কথাকারেরা প্রায় নীরবতাই অবলম্বন করেন। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় হিন্দু সমাজের বিধবা বিবাহ গিরে যে আলোড়ন, সামাদ্মিজক ঘঘাত প্রতিঘাত রক্ষণশীল সমাজের প্রতিবন্ধকতাে অতিক্রম করে, প্রগতিশীল আধুনিক চিন্তাভাবনায় উজ্জীবিত মানুষজনদের উদ্যোগ, সেসব সামাজিক সাহায্য, এতটুকু না পেয়েওষ উনিশ শতকের শেষ ভাগে, অবিভত যেশার জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের বধু আজিজুন্নেসা, অকাল ভৈদব্যকেই ভাগ্যলিপি বলে একমাত্র বিবেচনা হিসেবে না ধরে নেননি। নিজের জীবন নিজের হাতে পরিচালিত করার তাগিদ থেকে পুনর্বিবাহের যে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন, বাংলার সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে তা এক ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর সাতক্ষীরারই তালা থঅনার তেঁতুলিয়া জমিদার হামিদুউল্লাহ খানের সঙ্গে আজিজুন্নেসার বিবাহ হয়। তার দ্বিতীয় স্বামীর দীর্ঘজীবী হননি। দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পর সাতক্ষীরা বাঁশদহ গ্রামের কাজী লুৎফুর রহমানের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন আজিজুন্নেশা। কাজী লুৎফুর রহমানও দীর্ঘজীবন লাভ করেননি। তার মৃত্যুর পর কাজী লুৎফুর রহমানের সহোদর ভাই মীর আহমেদ আলির সংসারে মাথা উঁচু করে আজীবন কাটিয়ে গিয়েছেন আজিজুন্নেসা খাতুন। একথা ভাববার কোনও কারণ নেই যে, নিছক যৌন তৃষ্ণার তাগিদে আজিজুন্নেসা একাধিক বিবাহ করেছেন। তার একাধিক বিবাহের একমাত্র কারণ ছিল হিন্দু সমাজের মতোই, মুসলমান সমাজেও বৈধব্যকে ঘিরে ধর্মের আস্তরণের ভেতরে নারীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সবদিক থেকে অবরুদ্ধ করে ধর্মপ্রাণতার নাম করে ধর্মান্ধতার কুসংস্কারের, সুচিরোগগ্রস্ততার এক প্রায়ান্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ।

নিঃসন্তান আজিজুন্নেসা পরবর্তী জীবনটি কেবল সাহিত্যচর্চা, সমাজসেবা এবং তার নিজের গ্রামে অবরোধবাসিনী মুসলিম নারীদের পারিবারিক পরিমন্ডলের ভেতরেই ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা ভাষা, ইংরেজি ভাষাতে শিক্ষার ভিতর দিয়ে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহী করে তোলার কাজেই উৎসর্গ করেছিলেন। আজিজুন্নেসা শয়নকক্ষে বই ছাড়া সেই অর্থে কোনও আসবাব ছিল না। ইংরেজ কবি পার্নেলের হারমিট কাব্যগ্রন্থটির উদাসীন নামে যে অনুবাদ তিনি করেছিএলন, সেটি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে খুলনার বাশদহের মোকাদ্দেসুল হক প্রকাশ করেন। কলকাতার বউবাজারের বামাচারণ মুজমদার সেটি ছেপেছিলেন। ইংরেজি কবিতা বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজে আজিজুন্নেসা খাতুন ছিলেন পথিকৃৎ। সে যুগের নব নূর ইসলাম প্রচারক, ইত্যাদি পত্রিকায় তার বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। বিশ শতকের প্রথম দিকে অকাল বৈধব্যকে জীবনের একমাত্র ভাগ্যবিলি মনে না করে, কন্যা সন্তানকে বাঁচানোর তাগিদে, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের মধ্যস্থতায় বঙ্গজননী সুফিয়া কামাল যে পুনর্বিবাহ করেছিলেন, তার সামাজিক পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে ২৪ পরগনার বসিরাহট মহকুমার জালালপুর গ্রামের আজিজুন্নেসা খাতুনকে এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রচনা করেগিয়েছিলেন। এই প্রেক্ষাপট পরবর্তীকালে সেভাবে আলোচিত না হলেও বাংলার সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই ঘটনাক্রমের গুরুত্ব যদি আমরা সম্যকভাবে উপলব্ধি নাকরি, তাহলে আমাদের নবজাগরণের এখটি বড় অধ্যায় আলোচনায় অনালোচিত থেকে যাবে। এই প্রেক্ষিত দেশভাগের সময়কালে বাঙালি মুসলিম নারী মানসের মননলোককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৯১১ সালে তার সতীর পতি ভক্তি নামক আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন সিরাজগঞ্জের মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ। গদ্য এবং পদ্যের মিলিত ছন্দে নারী জীবনের উদ্দেশ্যে যে কেবলমাত্র প্রতি সন্তানের সেবাযত্ন করার নারীরাও যে একজন মানুষ হিসেবে একটি আলাদা অস্তিত্ব আছে, সামাজিক সাংস্কৃতিক, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর যে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে, স্বামীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, শ্বশুরকুলের লোকজনদের প্রতি দায়িত্ববোধ, সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেও, একজন নারীর অস্তিত্বের প্রতি যে ইতিবাচক ধারণা এই গ্রন্থে খায়রুন্নেছা রেখেছেন, আজ এই একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসেও তা ভেবে আমাদের বিস্মিত হয়ে যেতে হয়।

(চলবে)

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এ বি আর সোসাইটি উদোগ্যে আগরতলায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান চালানো হয়। ছবি- নিজস্ব।

৮ জানুয়ারি সর্বভারতীয় ইস্যুতে দেশব্যাপী ২৪ ঘণ্টার হরতাল, বরাকে প্রচার স্থানীয় প্রসঙ্গ

শিলচর (অসম), ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামী ৮ জানুয়ারি সমগ্র দেশব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে ১২ ও ২৪ ঘণ্টার সাধারণ হরতালের ডাক দিয়েছে ১২টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের যৌথমঞ্চ। জাতীয় স্তরে ১৪ দফা দাবির সমর্থনে আহূত হরতালকে সফল করতে বরাক উপত্যকায় স্থানীয় ইস্যুগুলিকে জুড়ে দিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। যেমন, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় চলমান জ্বলন্ত ইস্যুকে জুড়ে বরাকের স্থানীয় ইস্যুগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে এখানে হরতালকে সফল করার ছক কষা হচ্ছে। যেখানে যে ইস্যু নিয়ে হোক, হরতাল সফল করতেই হবে।

তবে স্থানীয় প্রচারকে কেন্দ্র করে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, জাতীয় স্তরের ধর্মঘটে এক ইস্যু, বরাক উপত্যকায় অন্য। ধর্মঘটের ডাক তো একই মঞ্চ দিয়েছে, তা-হলে ইস্যু কেন এক নয়? এখানে কেন স্থানে স্থানে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে স্থানীয় ইস্যুগুলোকে? অন্যান্য জাতীয় ইস্যুর সাথে বরাক উপত্যকা তথা অসমে অন্যতম প্রধান ইস্যু রাখা হয়েছে কাগজ কলের প্রসঙ্গ।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলোর ছয়টি সর্বভারতীয় সংগঠন ইতিমধ্যে আহূত ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে। তাই ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক যেমন স্টেট ব্যাংকের মূল শ্রমিক সংগঠন এই ধর্মঘটে শুধু নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে, সরাসরি অংশগ্রহণ করবে না। এদিক থেকে বলা যায় স্টেট ব্যাংকের পরিষেবা স্বাভাবিক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিমাশিল্পে ধর্মঘট সর্বাত্মক হবে বলে ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের।

বরাক উপত্যকায় সর্বাত্মক ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা প্রচার করছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েও বিশ্বাসঘাতকতা করে অসমের কাগজ কল দুটো বন্ধ করেছে সরকার। প্রচার চালানো হচ্ছে, বিজেপি সরকারের নীতির জন্য রেলের বেসরকারীকরণ হচ্ছে, কৃষকদের জমির পাট্টা দেওয়ার বদলে কৃষক উচ্ছেদ চলছে ইত্যাদি। প্রসঙ্গত. আগামী ৮ জানুয়ারি সর্বভারতীয় স্তরে ১০ দফার দাবির ভিত্তিতে ১২টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন-সহ বিভিন্ন সংগঠন সারা দেশে সকাল ৫টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সাধারণ ধর্মঘট এবং ২৪ ঘণ্টার শিল্প ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

এদিকে ৮ জানুয়ারির প্রস্তাবিত সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন এবং অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন-এর ডাকা ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে কাছাড়ের জেলা উন্নয়ন কমিশনার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে উধারবন্দ ও বরখলায় পুলিশের সিও কে হাজারিকাকে নিযুক্ত করেছেনন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুরূপভাবে শিলচরে ডিপাঠককে, সোনাই, কচুদরম ও ধলাই এলাকায় জে বেইপেই, কাটিগড়া এলাকায় জিতেন্দ্র টাইড এবং জেলাশাসক-এর কার্যালয় ও আদালত প্রাঙ্গণে দীপন্ময়য় ঠাকুরিয়াকে নিয়োজিত করা হয়েছে।

গুয়াহাটিতে জেলাশাসকের কার্যালয়ে সিটিবাস সম্পর্কিত সভা কামরূপ আরটিএ-র

গুয়াহাটি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : কামরূপ মহানগর জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (আরটিএ)-এর এক গুরুত্বপূর্ণ সভা সোমবার জেলাশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় গুয়াহাটি মহানগরে চলাচলকারী সিটি বাসের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে সিটি বাসের জন্য নির্ধারিত রুট, টাইম কার্ডের ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে সভায়। আজকের সভায় জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু বলেন, গুয়াহাটিতে চলাচলকারী সিটি বাসগুলোকে জেলা প্রশাসন তথা আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (আরটিএ) কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেওয়া রুটে চলাচল করতে হবে। ইতিমধ্যে আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট সকল দফতরের সাথে আলোচনা করে সিটি বাসগুলোর জন্য রুট বা রাস্তা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। বলে দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি সিটি বাসে রুট নম্বরের উল্লেখ থাকতে হবে। আর সিটি বাসগুলো রাস্তায় চলাচল করার সময় কোনও অবস্থায় এই নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারবে না, জানিয়ে দেন জেলাশাসক। এছাড়া পরিবহণ বিভাগ প্রবর্তিত টাইম কার্ড ব্যবস্থাও সিটি বাসগুলি যাতে মেনে চলে তার জন্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত অধিকারিকদের নজর রাখতে অনুরোধ জানান জেলাশাসক পেগু। জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু আরও জানান, মহানগরের একটি সিটি বাস স্টপেজ থেকে অন্য একটি স্টপেজের মধ্যে দূরত্ব দূর করতে প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আজকের সভায় ডিসিপি (ট্রাফিক) রঞ্জন ভুইয়াঁ বলেন, সিটি বাসগুলি পরিবহণ বিভাগের সমস্ত নিয়ম মেনে চললে যানজট সমস্যা কম হবে। তাছাড়া পরিবহণ ব্যবস্থায়ও সুশৃঙ্খতা বজায় থাকবে। সভায় অতিরিক্ত জেলাশাসক বিদ্যুৎবিকাশ ভগবতী এবং আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (আরটিএ)-এর সচিব বাপন কলিতা সিটি বাসের রুট আর টাইম কার্ডের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয়বলি নিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন। সভায় উপস্থিত পরিবহণ সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অবগত করে বক্তব্য পেশ করেছেন। অনুষ্ঠিত সভায় অতিরিক্ত জেলাশাসক বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগ্যবতী, গুয়াহাটি পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) রঞ্জন ভুইয়াঁ, কামরূপ জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (আরটিএ)-এর সচিব তথা ভারপ্রাপ্ত পরিবহণ আধিকারিক বাপন কলিতা ছাড়া গুয়াহাটি ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন (জিটিএ), গ্রেটার গুয়াহাটি ডিলাক্স এক্সপ্রেস সিটি বাস সার্ভিস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (জিএমটিএ)-এর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

এখনই গ্রেফতার নয় মুকুল রায়কে কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : সাময়িক স্বস্তি পেলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক খুনের মামলায় সিআইডি তদন্ত চললেও এখনই গ্রেফতার করা যাবে না মুকুল রায়কে। সোমবার এমনটাই জানান হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের তরফে উ

নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক সত্যজিত বিশ্বাস খুনের মামলায় আপাতত রেহাই পেলেন মুকুল রায়। এদিন হাইকোর্ট সাফ জানিয়ে দেয় সিআইডি তদন্ত চললেও এখনই গ্রেফতার করা যাবে না মুকুল রায়কে। সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট সাফ জানায় তদন্ত চলছে চলুক, এখনই তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না। সোমবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেন আগামী এপ্রিল মাস পর্যন্ত গ্রেফতার করা যাবে না এই বিজেপি নেতাকে। সেইসঙ্গে মার্চের প্রথম সপ্তাহে সিআইডিকে তদন্তের রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতিদ্বয়। এর আগে ওই মামলায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেয় রাণাঘাট মহাকুমা আদালত। একেবারে গোড়া থেকেই ওই মামলায় তদন্তে নেমে পুলিশ ওই খুনে মুকুল রায়ের যোগ সূত্র মেলে বলে আদালতে জানায়। সেইসঙ্গে ঘটনায় মুকুল রায়ের পাশাপাশি রাণাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকারেরও জড়িত থাকার সূত্র মেলে পুলিশের খাতায়। এখনও পর্যন্ত ওই ঘটনায় পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এর মধ্যে তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধেইতিমধ্যেই আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছে পুলিশ। বাকি দুই অভিযুক্ত প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পায়।

২০১৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বাড়ি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে খুন হন তৃণমূল বিধায়ক সত্যজিৎ বিশ্বাস। জনবহুল এলাকায় ঘটা এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোরও। অনুষ্ঠান মঞ্চে খুব কাছ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাস্থলেই নিহত হন বিধায়ক। বিধায়ক হিসেবে একজন নিরাপত্তারক্ষী পেতেন সত্যজিত বিশ্বাস। কিন্তু ঘটনার দিন বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষী ছুটিতে ছিলেন বলে জানা যায়।

ওই ঘটনায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একেবারে গোরা থেকে রাজনৈতিক চক্রান্ত করে তাকে ফাঁসানোর অভিযোগ জানিয়েছেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। পরে ওই ঘটনায় পুলিশ মুকুল রায়কে গ্রেফতারের তোড়জোড় শুরু করলে আদালত থেকে জামিন নেন মুকুল রায়। কিন্তু হাই কোর্টে এদিন গ্রেফতারি না করার নির্দেশের পর কিছুটা হলেও স্বস্তি পেলেন মুকুল, বলে মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন : বিজেপির নাম না করে খোলা চ্যালেঞ্জ রাজনৈতিক রণকৌশলী প্রশান্ত কিশোরের

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন পেশাদার রাজনৈতিক রণকৌশলী প্রশান্ত কিশোর। এক টুইট বার্তায় আম আদমি পার্টির নির্বাচনী পরামর্শদাতার হুঁশিয়ারি, আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি মানুষ নিজেদের ক্ষমতা দেখিয়ে দেবে। তাই আপাতত অপেক্ষা ১১ ফেব্রুয়ারির।

টুইটে বিজেপির নাম না করলেও তাঁর লক্ষ্য যে গেরুয়া শিবিরই, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সোমবার ৭০ আসনবিশিষ্ট দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে ভোটগ্রহণ। ফলপ্রকাশ হবে ১১ ফেব্রুয়ারি।

প্রশান্ত কিশোরের দাবি, সেদিনই দিল্লির মানুষ নিজেদের শক্তি দেখিয়ে দেবে।

সেকারণেই তাঁর সংক্ষিপ্ত টুইট, ১১ ফেব্রুয়ারি দেখা হবে। যা একপ্রকার খোলা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল। মাস দুয়েক আগেই দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রশান্ত কিশোরকে পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

তারপর থেকে দিল্লিই পিকের ধ্যানজ্ঞান। দিল্লির মসনদ দখলের লড়াইও এরাজ্যের মতো একপ্রকার পিকে বনাম বিজেপি লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক পরামর্শদাতা হিসেবে নিজের দুর্দান্ত রেকর্ড বজায় রাখতে মরিয়া পিকে। তাই ১১ ফেব্রুয়ারি ফলাফলের দিকে তাঁর নিজেরও নজর রয়েছে। তবে, কেজরিওয়ালের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে দিল্লিতে ভাল ফলের ব্যাপারে একপ্রকার নিশ্চিত প্রশান্ত কিশোর। সে কারণেই হয়তো, বিজেপিকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করার সাহস পাচ্ছেন তিনি।

সোলেমানির শেষকৃত্যে ভেঙে পড়লেন ইরানের নেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেই

তেহেরান, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : কাশেম সোলেমানির শেষকৃত্যে ভেঙে পড়লেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেই। শেষকৃত্যে হাউহাউ করে কাঁদতে থাকলেন তিনি, আর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে তখন সান্তনা দিচ্ছিলেন ইরানের রাষ্ট্রপতি হাসান রৌহানি ও মৃত সোলেমানির ছেলে ইসমাইল কানি। মার্কিন বিমানহানায় মৃত সোলেমানি ও অন্যদের কফিনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছেন খামেনেই। সেসময়ই হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় পাশে থাকা অন্যদেরও। ইরানের স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে নটায় তেহরানে শেষযাত্রা হয় মার্কিন বিমান হানায় মৃত সোলেমানির। প্রিয় সেনানায়ককে শ্রদ্ধা জানাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমে মিছিল করেন। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগের হাতে ছিল মার্কিন বিরোধী পোস্টার। যেখানে আমেরিকা থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প, সবাইকে আক্রমণ করে স্লোগান লেখা ছিল। পাশাপাশি ইরানের টিভি চ্যানেল থেকে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়, কেউ যদি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুন করে তাহলে তাঁকে আট কোটি মার্কিন ডলার পুরস্কার দেবে ইরান। শুধু তাই নয়, কাশেম সোলেমানির শেষকৃত্য অংশ নেওয়ার আগে তারা আর পরমাণ চুক্তি মানবে বলেও জানিয়ে দেয় ইরান। তিনি ঘোষণা করেন, এতদিন চুক্তি মেনে পরমাণু প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণায় নানান নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতাম আমরা। পরমাণু জ্বালানি সংগ্রহ করতে পারতাম না। কী পরিমাণ ইউরেনিয়াম আমাদের দেশে রাখা যাবে, তার ওপরেও লাগাম পড়ানো ছিল। কিন্তু, এখন থেকে ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান আর কোনও কড়াকড়ি মেনে চলতে বাধ্য নয়।

হায়দরাবাদের স্মৃতি ফেরাল দক্ষিণ দিনাজপুর, কুমারগঞ্জ থেকে উদ্ধার মহিলার দগ্ধদেহ

কুমারগঞ্জ, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : হায়দরাবাদের পর এবার দক্ষিণ দিনাজপুর ! কুমারগঞ্জ থেকে উদ্ধার মহিলার দগ্ধদেহ উ সোমবার সকালে জেলার কুমারগঞ্জ থানার সাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গারোয়ার এলাকার একটি ফাঁকা মাঠের কালভার্টের নিচে থেকে উদ্ধার হয় এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার দগ্ধদেহ। উদ্ধার হওয়া ওই মহিলার দেহ ৯০ শতাংশ পুড়ে গেছেউ তাই ধর্ষণ করে খুন কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না উ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ।ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। হায়দরাবাদের তরুণী চিকিৎসকের অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধারের মর্মান্তিক স্মৃতি উস্কে দিল পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ। ফাঁকা মাঠের কালভার্টের নিচ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক মহিলার দগ্ধ দেহ উদ্ধার। সোমবার সকালে বিষয়টি নজরে আসতে চাঞ্চল্য ছড়ায় কুমারগঞ্জ থানার সাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গারোয়ার এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। ধর্ষণ করে খুন, না অন্য কিছু তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিকে আগুনে মহিলার ৯০ শতাংশই শরীর পুড়ে গেছে। এর ফলে মৃতদেহ শনাক্ত করতে পারছেন না স্থানীয়রাও।সাফানগর থেকে গঙ্গারামপুরের অশোকগ্রাম যাওয়ার রাস্তার মাঝে ফাঁকা মাঠ রয়েছে। এদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ওই ফাঁকা মাঠের রাস্তায় কালভার্টের নিচে অর্ধ দগ্ধ নারীদেহটি নজরে আসে স্থানীয়দের। রাতের অন্ধকারে কুকুর বা অন্য কোনও প্রাণী দেহটি কালভার্টের বাইরে বের করে নিয়ে আসে। এদিকে বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর দেওয়া হয় কুমারগঞ্জ থানায়। ঘটনাস্থলে আসে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। মৃতার নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাথমিক অনুমান ধর্ষণ করে খুন করা হয়ে থাকতে পারে ওই মহিলাকে। প্রমাণ লোপাটের জন্য আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ।স্থানীয় বাসিন্দা শিবাজি বোস জানান, আজ সকালে বিষয়টি নজরে আসে তাদের। শরীরের ৯০ শতাংশ অংশই পুড়ে যাওয়ায় দেহটি শনাক্ত করা যাচ্ছে না। তবে তাদের অনুমান ধর্ষণ করে খুন করা হয়ে থাকতে পারে ওই মহিলাকে। ঘটনাস্থলে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।গত বছর নভেম্বরে হায়দরাবাদের এক চিকিৎসককে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় শিউরে ওঠে গোটা দেশ। সেক্ষেত্রেও উদ্ধার হয়েছিল অর্ধ দগ্ধ নারীদেহ। এই ঘটনায় পরবর্তীতে এনকাউন্টারে ধর্ষণে অভিযুক্তদের মৃত্যু হয়।

জেএনইউ কাণ্ডের তদন্ত ভার পেল ক্রাইম ব্রাঞ্চ

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) চত্বরে দুষ্কৃতি তাণ্ডবের তদন্তের দায়িত্ব দিল্লির ক্রাইম ব্রাঞ্চকে দেওয়া হল। সোমবার বিষয়েটি দিল্লির লেফটানেন্ট গর্ভনরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

উল্লেখ করা যেতে মুখ বেঁধে দিল্লির জেএনইউ চত্বরে একাধিক চত্বরে ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতির দল। এই ঘটনায় আহত হন একাধিক পড়ুয়া। তাদেরকে দিল্লির এইমস হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। রবিবার রাতেই দিল্লি পুলিশের কমিশনার অমূল্য পট্টনায়কের সঙ্গে বৈঠক করেন অমিত শাহ। দ্রুত তদন্ত রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

রবিবার রাতে মুখে কাপড় বেঁধে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতি। হামলায় গুরুতর জখম হন একাধিক পড়ুয়া। তাদের এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি।

মমতাকে ঝাঁসির রানির সঙ্গে তুলনা কপিলমুনি আশ্রমের মোহন্তর

গঙ্গাসাগর, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃত অর্থে বীরাঙ্গনা। তিনি মানবতার পক্ষে লড়াই করছেন। সোমবার গঙ্গাসাগরে এভাবেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়যী প্রশংসা করলেন কপিলমুনির আশ্রমের প্রধান পুরোহিত মহর্ষি জ্ঞানদাস মহন্ত। নোটবন্দি থেকে এনআরসি জনতা যখনই বিপদে পড়েছে, তার পাশে দাঁড়িয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। আর সে কারণেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর এই লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছেন গঙ্গাসাগরে কপিলমুনি আশ্রমের প্রধান পুরোহিত। তিনি এ-ও বলেন, সবাই বীরাঙ্গনা হতে পারেন না। এক বীরাঙ্গনা ছিলেন ঝাঁসির রানি। আর এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মানবতার জন্য লড়াই করছেন। সকলের উচিত তাঁকে সঙ্গ দেওয়া।

এদিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কড়া সমালোচনা করেছেন এই সন্ন্যাসী। রাষ্ট্রনীতি থেকে শুরু করে বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করছে বলে এদিন দ্ব্যর্থহীন ভাষার নিন্দা করেন তিনি। জ্ঞানদাস মহন্তের ভাষায়, "মোদী ও অমিত শাহ দেশকে লুঠ করার চেষ্টা করছেন।" তিনি বলেন, "আমরা বুঝি বসুধৈব কুটুম্বকম অর্থাৎ বিশ্বসংসার আমাদের আত্মীয়। আমরা বলি বিশ্বের কল্যাণ হোক।" তাঁর প্রশ্ন, "এই বিশ্ব কি আলাদা আলাদা? কেন এখানে বিভাজন!" তিনি বলেন, "এই বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে মায়ের থেকে। তাহলে মোদীজি কার থেকে কাকে আলাদা করতে চাইছেন? সবাই বলছেন মোদীজি বিভেদ করছেন, আমি বলতে চাই, তিনি বিভাজন নয়, দেশকে বিচ্ছিন্ন করছেন।"

গঙ্গাসাগর মেলার আগে তার প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করতে প্রায় প্রত্যেক বছরই সাগরে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এদিন কাকদ্বীপে প্রশাসনিক বৈঠকের পর তিনি সরাসরি চলে আসেন সাগরদ্বীপে। বিকেল চারটে নাগাদ তিনি পৌঁছন কপিল মুনির আশ্রমে। এরপর বিকেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী। সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন কপিল মুনির আশ্রমের প্রধান পুরোহিত। মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে দাঁড় করিয়েই এদিন মোদী সরকারকে একহাত নিয়েছেন এই সন্ন্যাসী। নোটবন্দি থেকে শুরু করে একাধিক সরকারি নীতির সরাসরি সমালোচনাও করেছেন তিনি। জ্ঞানদাস মোহন্ত শুধু মোদী সরকারের সমালোচনাই করেননি, "জয় শ্রীরাম" স্লোগান এবং রাম মন্দির নিয়েও মোদি সরকারকে একহাত নিয়েছেন তিনি। এদিন বিভাজন নিয়ে প্রশ্ন তুলে জ্ঞানদাস মহন্ত বলেন, "কীসের হিন্দু, কীসের মুসলিম? উনারা সর্বত্রই ভোটব্যাংকের রাজনীতি করছেন। এটা ভারত নয়। ভারত সকলের। হিন্দু-মুসলিম, শিখ-খৃষ্টান এখানে সবাই সমান।"

জ্ঞানদাস মহন্তের কথায়, "গঙ্গাসাগর এমন একটা তীর্থক্ষেত্র যেখানে জাত-পাত, ছুত- অছ্যুত বিচার করা হয় না। এটা সর্বধর্ম সমন্বয়ের তীর্থ।

কপিলমুনি আমাদের তাই শিখিয়েছেন। আগে বলা হত, সব তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার। কিন্তু এখন মুখ্যমন্ত্রী যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, তাতে আপনারা বারবার আসুন। আজকে গঙ্গাসাগরের যে উন্নতি হয়েছে এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই। এখানে যারা আসেন তাঁরা বেশিরভাগই হিন্দু। কিন্তু আগের কোনও সরকারই এই তীর্থস্থানের জন্য কিছু করেননি। যিনি করেছেন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।"

জ্ঞানদাস মহন্ত এই উন্নয়নকে সামনে রেখেই বিজেপিকে বিঁধেছেন। তিনি বলেন, "মমতা বন্দোপাধ্যায় গঙ্গাসাগরের জন্য এত কিছু করেছেন, তা-ও এর লাভ নেওয়ার চেষ্টা তিনি করেন না।

অথচ বিজেপি সব সময় বলে, আমরা এই করেছি, আমরা ওই করেছি। কিন্তু কেন? কী করেছে বিজেপি? রাম মন্দির তৈরির কথা বলেছে কোর্ট। বিজেপি বলছে তারা করছে।" তিনি বলেন, "আদালত চলে তথ্যের ভিত্তিতে, অথচ মন্দির বিজেপি তৈরি করছে বলা হচ্ছে। এটাই যদি সত্যি হয়, এতদিন কেন রাম মন্দির তৈরি করা যায়নি? কেন কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হল? বিজেপির লুঠ বেশিদিন চলবে না। কারণ দেশের মানুষ তাদের হঠিয়েই ছাড়বে।'

সোমবার আগরতলায় অল ইন্ডিয়া ডিএসও উদ্যোগে বিক্ষোভ র‍্যালী আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকর

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখবে যেসব খাবার

এক বার ডায়াবেটিসের শিকার হলে তা নাকি কখনও সারানো যায় না। তবে বিশেষজ্ঞরা বলেন, খাবার তালিকায় যদি আপনি কিছু খাবার রাখেন তবে আপনার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

টমেটো

টমেটোতে রয়েছে ভরপুর ভিটামিন সি, ভিটামিন এ এবং লাইকোপেন। ডায়াবেটিসের কারণে হার্টের অসুখ রোধ করে এই উপাদানগুলি। তাছাড়া লো কার্ব ও ক্যালোরি কম থাকায় ওজন নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। ফলে প্রতি দিনের ডায়েটে অবশ্যই রাখুন টমেটো।

বিট

শুধুমাত্র শীতকালেই নয়, সবজির বাজারে হাত বাড়ালেই পাবেন বিট । বিটে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবার থাকায় তা ডায়াবেটিস কমাতে সাহায্য করতে পারে। তাছাড়া এতে রয়েছে ন্যাচারাল সুগার যা অতি দ্রুত গ্লুকোজে পরিণত হয় না।

কুমড়া বীজ

অনেকেই কুমড়া থেকে তার বীজ ফেলে দেন। একে অতটা হেলাফেলা করবেন না। ফ্যাটি অ্যান্ড সুগারি ফুড খাওয়ার প্রবণতাকে নিয়ন্ত্র করে কুমড়া বীজ। এতে আইরন এবং আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটরয়েছে, যা পেট ভরা রাখে।আখরোট চিনে বাদাম ডায়াবেটিস হলে ডায়েটে অবশ্যই রাখুন আখরোট, চিনেবাদাম বা আমন্ডের মতো মিক্সড নাটস। এতে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, যা রক্তে শর্করারমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। এছাড়া এতে রয়েছে এসেনশিয়াল অয়েল বা ডায়াবেটিস ইনফ্ল্যামেশন, ব্লাড সুগার এবং ব্যাড কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। সারাদিনের কাজের ফাঁকে স্ন্যাক্স হিসাবে অবশ্যই রাখুন মিক্সড নাট।

জাম

ডায়াবেটিস জন্য আদর্শ সুপারফ্লুড হল জাম। নিয়মিত জাম খেলে হজম শক্তির পাশাপাশি ইনসুলিনের অ্যাক্টিভিটিও বাড়িয়ে দেয়। আয়ুর্বেদ অনুযায়ী, জামের বীজ গুঁড়ো উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ রাখতেও সাহায্য করে।

হলুদ

আয়ুর্বেদের মতে, হলুদ হল ডায়াবেটিসের জন্য একেবারে সঠিক সুপারফুড । কীভাবে খাবেন হলুদ? প্রতি রাতে এক গ্লাস গরম দুধে হলুদ মিশিয়ে খান।ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখতে তো বটেই, দেহে ইনসুলিনের মাত্রার ভারসাম্যও বজায় থাকে।

জন্মের আগেই মায়ের কষ্ট বুঝতে পারে শিশু !

শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়। এমনকি দাঁতে সংক্রমণও হতে পারে।

কেরকম ○ হরেকরকম

মানুষ যেকারণে একসাথে ঘুমায়

দীর্ঘক্ষণের ক্লান্তির পর প্রশান্তি আশায় ঘুম। একা নয়। বছরের পর বছর ধরে মানুষ একে অপরের পাশাপাশি ঘুমাতে অভ্যস্ত। শয়নসঙ্গীর নাক ডাকার সমস্যাসহ ঘুম ভেঙে যাওয়ার নানা উপকরণের উপস্থিতির পরেও একসাথে ঘুমায় মানুষ। তবে শারীরিকভাবে মানুষ পাশাপাশি ঘুমালেও মূলত ঘুম একেবারেই নিজস্ব ব্যাপার। অনেকটা ম্যারাথন দৌড় কিংবা খাবার চিবিয়ে খাওয়ার মতই একটি স্বতন্ত্র কাজ এটি। এরপরও কেন একসাথে শোয়া? কেনইবা এর প্রচলন? সে প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন ভার্জিনিয়া টেক প্রফেসর এবং ইতিহাসবিদ রজার একির্চ এবং নিউইয়র্কভিত্তিক পরামর্শক লী ক্রেসপি। নিচে তুলে ধরা হলো সে কারণগুলো-আর্থিক সঙ্কট নিজের লেখা অ্যাট ডে''স ক্লোজ: নাইট ইন টাইমস পাস্ট নামের বইতে রজার বলেন, ১৮ শতক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের একসাথে ঘুমানোর পেছনে কাজ করছে আর্থিক প্রয়োজনীয়তা। ১৮ শতকের সময়কার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, শিল্প পূর্ববর্তী সময়ে ইউরোপের নিম্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে পরিবারের সবাই মিলে এক খাটে ঘুমানোর প্রচলন ছিল। আর তার একটি বড় কারণ ছিল ব্যয়বহুল আসবাবপত্র। তবে অপেক্ষাকৃত সুশীল দম্পতিরা মাঝে মাঝে আলাদা ঘুমাতেন একান্তই আরামের জন্য। বিশেষ করে দুইজনের কেউ একজন অসুস্থ থাকলে।অন্ধকার ভীতি জার মনে করেন, মানুষের একসাথে ঘুমানোর পেছনে আরেকটি বড় উদ্দীপক হলো অন্ধকার ভীতি। রাত্রিকালীন অন্ধকারে একা থাকতে ভয় পায় মানুষ। তাদের মনে দেখা দেয় নানা কল্পনাজাত ভীতি। আর রাত্রিকালীন সে ভয় দূর করে শনসঙ্গী। কেউ পাশে শোয়া থাকলে চোর কিংবা ভ''তজনিত কাল্পনিক ভীতি ভুলে থাকতে পারে মানুষ।ল্প করতে দিনভর কর্মব্যস্ত সময়ের নানা কষ্টকর অনুভ''তি শয়নসঙ্গীর সঙ্গে বলে হালকা হতে পারে মানুষ। তখন নিজেকে আর একা মনে হয় না।সামাজিক রীতি-নীতি আধুনিক সময়ে ভ''তের ভয় নয়; বরং সামাজিক প্রচলন ও নিয়ম-নীতিই অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে একসাথে ঘুমাতে বাধ্য করে। নিউইয়র্কের বিবাহ সম্পর্কবিষয়ক পরামর্শক লী ক্রেসপির মতে স্বামী-স্ত্রী একসাথে না ঘুমালে তাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয় বলে সমাজে এমন ধারণা প্রচলিত থাকায় তারা চাইলেও আলাদা ঘুমাতে পারেন না। স্বামী-স্ত্রী আলাদা খাটে ঘুমালে তাদের সম্পর্কে জটিলতা চলছে কিনা তা আবিষ্কারের চেষ্টা করেন অন্যরা। ক্রেসপির মতে, দম্পতিদের ক্ষেত্রে সমাজ ব্যবস্থা এতটাই রীতিসিদ্ধ যে একা শুয়ে কারও ভালো ঘুম হলেও তা জনসমক্ষে তারা স্বীকার করেন না।সঙ্গপ্রিয়তা ক্রেসপির মতে, ভীতি এবং বৈবাহিক সম্পর্ক বাদ দিয়েও এমন অনেক বন্ধন আছে যার কারণে মানুষ একসঙ্গে ঘুমায়। কারণ মানুষ সহজাতভাবেই একে অপরের প্রতি স্নেহশীল এবং ঘনিষ্ঠ।ক্রেসপির মতে, ''মানুষ সঙ্গপ্রিয় মানুষ।'' আর স্বাভাবিক কারণেই মানুষ খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাউকে কাছে পেতে চায়। আর সেকারণেই তারা একসাথে ঘুমায়। এমনকি সে কাছের মানুষটির নাক ডাকাজনিত কারণে ঘুম ভেঙে গেলেও।

সুস্বাস্থ্যের জন্য আড্ডা দিন প্রাণ খুলে

আপনার যদি অনেক বন্ধু থাকে তাহলে আড্ডা দিন প্রাণ খুলে। আর যাদের বন্ধু, সহকর্মী কিংবা আড্ডা দেওয়ার মতো কোনো সঙ্গী নেই তারা জুটিয়ে নিন। কারও কোনো নিষেধ মানার দরকার নেই! সময় নষ্ট না ভেবে নিজে সুস্থ থাকার জন্যই মেতে উঠুন আড্ডাবাজিতে। গবেষকদের বক্তব্য সেরকমই।আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সিটির কলাম্বিয়া বিজনেস স্কুলের গবেষকরা বলছেন, প্রাণখোলা আড্ডা সুস্বাস্থ্যের সহায়ক। এতে মন থাকে প্রফুল্ল। সহজ হয় জীবনযাপন। যারা আড্ডা দিতে পছন্দ করেন না তারা শুধু আবেগতভাবে নয়, স্বাস্থ্যগতভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হন। দেহের ওজন, শক্তি কমে এবং লোপ পায় কর্মস্পৃহা।কলাম্বিয়া বিজনেস স্কুলের সহযোগী অধ্যাপক ও এ গবেষণার সহ-গবেষক মাইকেল স্লিপেইন বলেন, আপনার মনের কথা যদি চেপে রাখেন, তবে আপনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বেন। সেই চ্যালেঞ্জ মোকবেলা করতে হবেন ক্লান্ত। ফলে কর্মক্ষমতা হ্রাস পাবে, আপনি নিমজ্জিত হবেন হতাশায়।তাই অহেতুক মনের কথা চেপে না রেখে প্রিয় মানুষদের সঙ্গে আড্ডার ছলে প্রকাশ করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন তিনি।যে গোপন বিষয় আপনাকে খুব বেশি চিন্তিত করে, সে বিষয়টি কাছের মানুষদের সঙ্গে শেয়ার করে বুদ্ধিদীপ্ত পরামর্শ ও

এবার ঘরোয়া উপায়ে সাইনাসের ব্যথা সমাধান করুন!

ব্যথা যদি হয় সাইনাসের, প্রতিকারের জন্য রয়েছে ঘরোয়া পদ্ধতি। সাইনাস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মাথার ভেতর দপদপ করে, কপাল, গাল ও চোখেও চাপ অনুভব করেন। এই রোগ সংহভাগ ক্ষেত্রেই ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে, তাই বিশেষজ্ঞরা অ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধ সেবনের পরামর্শ দেন।এই ওষুধ ছাড়াও সাইনাসের ব্যথা কমাতে ঘরোয়া প্রতিষেধক ব্যবহার করা যায়। আর এই পদ্ধতিগুলো নিয়ে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে কয়েকটি পন্থা এখানে জানানো হল।মুখের ভেতরের ''ক্যাভিটি'' বা খালি জায়গাগুলোতে অতিরিক্ত ''মিউকাস'' বা শ্লেষ্মা জমে গেলে সেখান থেকে সাইনাসের জটিলতা দেখা দেয়। অন্য ভাষায় বলা যায়, ''মিউকাস মেমব্রেইন''য়ে প্রদাহ হওয়ার কারণে এই অসহ্য ব্যথা ও চাপ দেখা দেয়। সমাধানভাপ নেওয়া: নাকের ''ক্যাভিটি'' বা খালি স্থানে এবং ''সাইনাস''য়ের যাতায়াতের পথে ''মিউকাস'' বা শ্লেষ্মা জমে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গরম জলের ভাপ গ্রহণ করলে এই জমে থাকা ''মিউকাস'' পাতলা হবে এবং এর স্বাভাবিক অপসারণ সহজ হবে।গরম জল দিয়ে স্নান করার সময় লম্বা শ্বাস নিলে উপকার পাওয়া যায়। আবার একপাত্র জল গরম করে তার উপর মুখ রেখে নাক দিয়ে শ্বাস নিলেও কাজ হয়। বাষ্প আটকে রাখার জন্য মাথা থেকে লম্বা তোয়ালে ঝুলিয়ে গরম

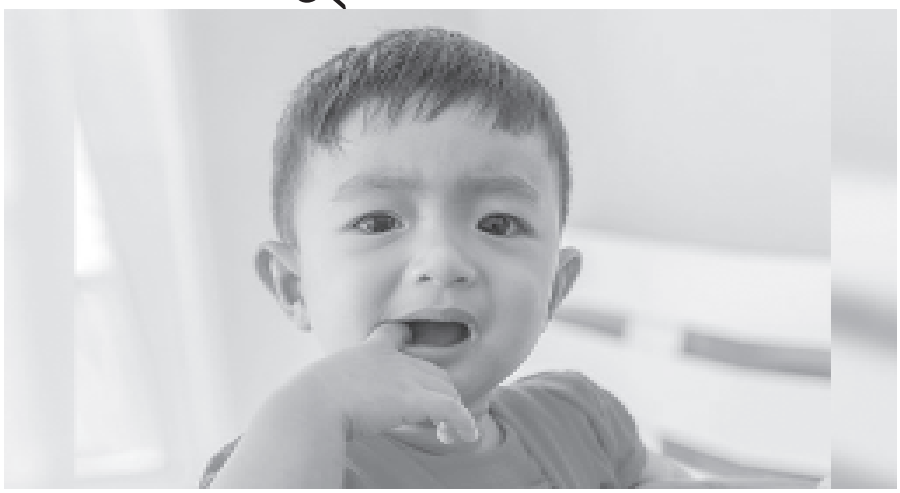

শিশু জন্মের পরে অনেক কিছু করে থাকে। জন্মের পর শিশু যা করে তা সবই আমাদের কাছে নতুন মনে হয়। জেনে রাখা ভালো, শিশু মায়ের গর্ভে থাকাকালীন অনেক কিছু করে যা আমাদের কাছে নতুন মনে হলেও নতুন নয়। চিকিৎসকরা বলছেন, মস্তিষ্কের গঠন উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কিছু কিছু ইচ্ছাধীন কাজও আপনার শিশু করে ফেলে জন্মের আগেই। আসুন জেনে নেই শিশু জন্মের আগেই যেসব কাজ করে।

রাগ, দুঃখ, কষ্ট

কেমন আছে মা? রাগ, দুঃখ ও কষ্ট বুঝতে পারে শিশু। মায়ের গর্ভে ৮ মাস পরই গর্ভস্থ শিশুর মুখে ফুটে উঠতে থাকে নানা আবেগের ভঙ্গি। মূলত, মায়ের ভালো থাকা খারাপ থাকার ওপর তা অনেকটাই নির্ভরকরে। মা খুশি হলে শিশুও খুশি! ৩৩ সপ্তাহ কাটলে তা হাসি মুখেণ ছবিও ধরা পড়ে আলট্রাসাউন্ডে।

মাতৃত্বকালীন ছুটি

মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাওয়ার আগে অফিসে কাজের চাপ বেড়েছে কিংবা বাড়িতে কোনো কারণে মানসিক চাপে আছেন? আপনার শিশু কিন্তু ঠিক টের পেয়ে যায়। গর্ভবতী মাকে চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন চাপমুক্ত থাকতে।

কান্নার মৃদু তরঙ্গ

গর্ভে থাকাকালীন কোনো কারণে রেগে গেলে বা কষ্ট পেলে কেঁদে ওঠে সে। তবে তখনও শব্দ করতে পারে না বলে , সেকান্নার প্রকাশ হয় নিঃশব্দে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, তিন মাস পর থেকেই আলট্রাসাউন্ডের মাইক্রোফোনে অনেক সময়ই তন্দ্রার কান্নার মৃদু তরঙ্গ ধরা পড়ে।

মস্কিষ্কের কাজ

গর্ভস্থ অবস্থায় সুর করে বা জোরে কোনো ছড়া গল্প বললে কিংবা গান গাইলে তা শুনতে তো পায়ই শিশু, শুধু তা ই নয়, তার মস্তিস্কের কাজওচলে পুরোদমে। হ্যাঁ, গর্ভে থাকাকালীনই সে মনে রাখতে শিখে যায় বারবার শোনা কোনো গান বা ছড়ার লাইন।

আঙুল চোষা

আট মাস গর্ভভারনের পর আলট্রাসাউন্ডে প্রায়ই ধরা পড়ে শিশু মুখের মধ্যে আঙুল পুরে নিশ্চিন্তে রয়েছে। আঙুল চোষার এই পাঠ সে শিখে ফেলে গর্ভে থাকাকালীনই। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, হাতের আঙুল নিয়ে যে কী করবে তা সে মাঝে মাঝেই বুঝে উঠতে পারে না, তাই সটান চালান করে দেয় মুখে!

শিশুকে কত বছর মায়ের দুধ খাওয়াবেন?

জন্মের পরে প্রথম ছয় মাস শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো খুবই জরুরি। প্রথম ৬ মাস মায়ের বুকের দুধ ছাড়া শিশুকে অন্যকিছু খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। এ সময়ে মায়ের দুধ শিশুর সব চাহিদা পূরণ করে।

শিশুর ঠিক বিকাশ এবং মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য সন্তানের শক্ত খাবারের অভ্যাস তৈরি করা এবং দুই বছর বয়সের পরে বুকের দুধ পানের পরিবর্তে সাধারণ খাবারে অভ্যস্ত করেতোলাও জরুরি। সেটা কিন্তু অধিকাংশ মা ই জানেন না। চিকিৎসকদের একাংশ জানাচ্ছেন, বুকের দুধ পানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মায়েদের বলা হয়। কিন্তু সেটার নির্দিষ্টি সময় রয়েছে।

শিশুর বিকাশে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের দুধের গুরুত্ব রয়েছে। তার পরে বিভিন্ন খাবারের থেকেই পুষ্টি সংগ্রহ করা শিখতে হবে। অনেকেই মনে করেন, মাতৃদুগ্ধ পর্যন্ত খেলেই পেট ভরে যাবে। কিন্তু বছর দুয়ে পরে ঠিকমতো সব রকমের খাবার না খেলে নানা শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়। এমনকি দাঁতে সংক্রমণও হতে পারে।

শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর বিষয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতাল লিমিটেডের গাইনি কনসালটেন্ট বেদৌরা শারমিন যুগান্তরকে বলেন, শিশুর জন্মের পর প্রথম ৬ মাস অবশ্যই মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। এছাড়া ৬ মাসের পর থেকে ধীরে ধীরে শিশুকে পুষ্টিসম্মত বাড়তি খাবার দিতে হবে। শিশুকে কত বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিশুদের জন্য মায়ের বুকের দুধ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ট উপহার। তবে শিশুকে দেড় থেকে ২ বছরের বেশি বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই।

এই গাইনি কনসালটেন্ট জানান, অনেকে শিশু ৫ বছর পর্যন্ত বুকের দুধপানে অভ্যস্ত থাকে। সেটা ঠিক নয়। শিশুর জন্মের পরে অনেক সময় মায়েদের হরমোনঘটিত সমস্যা হতে থাকে। আবার অনেকে গর্ভনিরোধক ওষুধও ব্যবহার করেন। যেগুলো তার হরমোনঘটিত পরিবর্তন ঘটায়। সেই ওষুধ ব্যবহারের সময় সন্তানকে স্তন্যপান করালে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া শিশুর দেহে দেখা দিতে পারে।

তার কথায়, মা কোনও ধরনের ওষুধ খেলে কিংবা সংক্রমণে আক্রান্ত হলে স্তন্যপানের মাধ্যমে শিশুর দেহে তা যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তাই দু'বছরের পরে বুকের দুধ পান করানো ঠিক নয়। বছর দুয়েকের পরেও শিশু ভাত, ডালের মতো শক্ত খাবারের পরিবর্তে স্তন্যদুগ্ধেই অভ্যস্ত হলে রক্তসল্পতার মতো সমস্যা তৈরি হতে পারে বলেই মনে করছেন শিশুরোগ চিকিৎসক অপূর্ব।

যেভাবে চালু করবেন জিইেলের স্মার্ট কম্পোজ

গুগল তার সব সেবারবেশ কিছু নতুন ফিচার এনেছে। এর মধ্যে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ।

প্রথমে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। স্মার্ট কম্পোজ জিমেইল ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন একটি ফিচার। মেইল কম্পোজের ক্ষেত্রে বানান ভুল কিংবা বাক্য ভুল খুবই বিড়ম্বনায় ফেলে। অফিসিয়াল মেইলের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা বেড়ে যায় আরও বেশি।ব্যবহারকারীদের এ অসুবিধাদূর করতে জিমেইল নিয়ে এসেছে নতুন স্মার্ট কম্পোজ ফিচার। স্মার্ট কম্পোজে আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং সিস্টেম মেইল লিখতে সহযোগিতা করবে। এর ফলে বানান বা বাক্য ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

এবার উদাহরণ দেওয়া যাক, মেইল কম্পোজে একটি ওয়ার্ড টাইপ করার পর স্মার্ট কম্পোজ' বাক্য সাজেস্ট করবে। বাক্যটি নির্বাচন করতে ব্যবহারকারীকে ট্যাব প্রেস করতে হবে। স্মার্ট কম্পোজে বানান ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না। তবে শুধু ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে স্মার্ট কম্পোজ বাক্য গঠন ও বানানের নির্দেশনা দেবে। তাহলে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ সুবিধা চালু করতে কি করতে হবে? খুবসহজেই আপনিও জিমেইলের নতুন এ ফিচারটি উপভোগ করতে পারবেন। এর জন্য প্রথমে জিমেইলের নতুন ভার্সনটি আপডেট করতে হবে। জিমেইলের পুরনো ভার্সনে এ সুবিধা ব্যবহার করা যাবে না। জিমেইলের নতুন ভার্সন আপডেট করতে হবে। জিমেইলের পুরনো ভার্সনে এ সুবিধা ব্যবহার কযা যাবে না। জিমেইলের নতুন ভার্সন আপডেট করার পর জিমেইলের সেটিংস' অপশনে যেতে হবে। 'সেটিংসে' গিয়ে 'জেনারেল সেকশনে' যেতেহবে। জেনারেল সেকশনে' যাওয়ার পর এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাকসেসে' ক্লিক করতে হবে। এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাকসেসে' গিয়ে এটা 'এনোবল' করতে হবে। 'এনোবল' করার পর সবশেষে গিয়ে 'সেভ চেঞ্জেস' প্রেস করলেই চালু হয়েযাবে স্মার্ট কম্পোজ ফিচার।

আপনি নিমজ্জিত হবেন হতাশায়।তাই অহেতুক মনের কথা চেপে না রেখে প্রিয় মানুষদের সঙ্গে আড্ডার ছলে প্রকাশ করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন তিনি।যে গোপন বিষয় আপনাকে খুব বেশি চিন্তিত করে, সে বিষয়টি কাছের মানুষদের সঙ্গে শেয়ার করে বুদ্ধিদীপ্ত পরামর্শ ও উতসাহ পেতে পারেন।ওই গবেষণায় আরও দেখা যায়, মেয়েরা অজানা বা গোপন বিষয় শেয়ার করতে বেশি দেরি করতে চায় না। আর ছেলেরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে বেশি মেতে থাকে। তাই কোনও বার দেখা করে বন্ধুদের কথাগুলো বলতে অন্তত তিন ঘণ্টা সময় নেয়।যদিও অর্ধেক পুরুষকে কোনো তথ্য দিয়ে সেটি সরবরাহ করতে বললে প্রথম মিনিটেই সেটি হয়ে যায়, আর নারীরা কম করে হলেও তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা নিজের কাছে রেখে দেয় তথ্য সরবরাহের আগে।

হয়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গরম জলের ভাপ গ্রহণ করলে এই জমে থাকা "মিউকাস" পাতলা হবে এবং এর স্বাভাবিক অপসারণ সহজ হবে।গরম জল দিয়ে স্নান করার সময় লম্বা শ্বাস নিলে উপকার পাওয়া যায়। আবার একপাত্র জল গরম করে তার উপর মুখ রেখে নাক দিয়ে শ্বাস নিলেও কাজ হয়। বাষ্প আটকে রাখার জন্য মাথা থেকে লম্বা তোয়ালে ঝুলিয়ে গরম পানির পাত্র ঢেকে রাখতে হবে। চাইলে ওই গরম জলে কয়েক ফোঁটা "এসেন্সিয়াল অয়েল" মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।গরম সেঁক দেওয়া: মুখের যে স্থানে সাইনাসের চাপ অনুভব হচ্ছে সেখানে এক টুকরা গরম কাপড় দিয়ে চাপ দিলে আরাম পাওয়া যায়। চোখ ও নাকের উপর সেঁক দিলে বন্ধ নাক খুলে যায়।ঝাল খাবার: শুনতে অবাক লাগলেও ঝাল খেলে সাইনাসের সমস্যার সাময়িক সমাধান পাওয়া যায়।

গাভীর দুধের উৎপাদন যেভাবে বাড়াবেন

গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমান জাতের উপর নির্ভর করে। গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ দুধের উৎপাদন যেমন মাখন, আমিষ খনিজ পদার্থ সবই বিভিন্ন জাতের গাভীকে কম বেশি হতে পারে। বংশগত ক্ষমতার কারণ দেশীয় জাতের গাভীতে দুধের মাখনের পরিমাণ বেশি থাকে কিন্তু এরা দুধ উৎপাদন করে কম। সিন্ধি, শাহিওয়াল, ফ্রিজিয়ান, জার্সি ইত্যাদি জাতের গাভী সিন্ধি, শাহিওয়াল , হরিয়ানা প্রভৃতি গাভী থেকে বেশি দুধ দেয়। খাদ্য গাভীর দুধ উৎপাদন ও দুধের গুণগতমানের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। অধিক পরিমাণ খাদ্য খাওয়ালে বেশি দুধ পাওয়া যায়। তবে খাদ্য না খাওয়ালে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায় এবং দুধের গুণগতমানও কমতে বাধ্য। কারণ খাদ্যের বিদ্যমান উপাদানগুলো ভিন্ন অবস্থায় দুধের মাখনের উপস্থিতির পরিমাণ কম বেশি করতে পারে। নিম্নোক্ত ধরনের খাদ্যের জন্য গাভীর দুধের মাখনের হার কম হতে পারে। ১. মাত্রাতিরিক্ত দানাদার খাদ্য খাওয়ালে। ২. পিলেট জাতীয় খাদ্য খাওয়ালে। ২. পিলেট জাতীয় খাদ্য খাওয়ালে ৩. অতিরিক্ত রসালো খাদ্য খাওয়ালে এবং ৪ মিহিভাবে গুঁড়ো করাখড় খাওয়ালে।

গাভীর দুধে মাখনের পরিমাণ কমে গেলে খাদ্য পরিবর্তন করে প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্যখাওয়াতে হবে।দুধে খনিজ পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ গাভীর খাদ্যের মাধ্যমে বাড়ানো যায়। গাভীকে সুষম খাদ্য না দিলে দুধে সামান্য মাত্রায় আমিষ ও শর্করা জাতীয় উপাদান পাওয়া যায় এবং দুধ উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়।

দুধ দোহন বিশেষ করে দোহন কাল, দোহনের সময়, দুধ দোহন প্রক্রিয়া , বিভিন্ন বাঁটের প্রভাব ইত্যাদি গাভীর দুধের পরিমাণ ও মানকে প্রভাবিত করে। গাভীর দুধ দেয়ার পরিমাণ আস্তে আসেঙ্গস্ত ৫০ দিনে বেড়ে সর্বোচ্চ হয়। ওলানে দুধের চাপের ওপর দুধের পরিমাণ ও উপাদান নির্ভর করে। দুগ্ধদানে কালের ৯০ দিন পর থেকে দুধে মাখন ও আমিষের হার আংশিক বাড়ে। একই গাভীকে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দোহন করলে দুধে মাখনের পরিমাণ বেশি পাওয়া যায়। তাই সকালের দুধের চেয়ে বিকেলের দুধে মাখনের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই গাভীকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২-৩ বার দোহন করা উচিত।এতে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়তে পারে। প্রসবকালে গাভীর সুস্বাস্থ্য আশানুরূপ দুধ উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাভী থেকে বেশি দুধ পেতে হলে গর্ভকালে সুষ্ঠু পরিচর্যা ও সুষম খাদ্য দেয়া প্রয়োজন। প্রসবের দুই মাস আগে গাভীর দুধ দোহন অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে। মোট দুধ উৎপাদনের ৪০ শতাংশ ওলানের সামনের অংশের বাঁট এবং ৩০ শতাংশ পেছনের অংশের বাঁট থেকে পাওয়া যায়। গাভীর ওলানের বাঁট অবশ্যই সুস্থ থাকতে হবে। রক্ষণাবেক্ষণ, বাসস্থান, গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমানের হ্রাস বৃদ্ধির জন্য অনেকাংশ দায়ী। পারিপার্শ্বিক অবস্থা গাভীর জন্যআরামদায়ক হওয়া উচিত। দোহনের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করলে অর্থাৎ দুধ দোহন ত্রুটিপূর্ণও হলে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমান কমতে পারে। প্রতিকূল আবহাওয়া দুধ উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকর ।শীত মৌসুম দুধাল গাভীর জন্য আরামদায়ক । এ মৌসুমে দুধ উৎপাদনের এবং দুধে মাখনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, গরমকাল, বর্ষাকাল, আর্দ্র আবহাওয়ায় গাভীর দুধের উৎপাদন ও গুণগতমান হ্রাস পায়। গরমের দিকে গাভীকে ঠান্ডা অবস্থায় রাখলে উৎপাদনের কোনো ক্ষতি হয় না। গাভীর প্রজননের সময় দুধ উৎপাদন কমে যায়। দীর্ঘ বিরতিতে বাচ্চা প্রসব করলে গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। স্বল্প বিরতিতে বাচ্চা প্রসবের কারণে দুধ উৎপাদন কিছুটা হ্রাস পেতেপারে। তাই গাভীকে বাচ্চা প্রসবের ৬০-৯০ দিনের মধ্যে পাল দিতে হবে। কোনোক্রমেই ৬০ দিনের আগে প্রজনন করনো উচিত নয়। গাভীর শরীরে ৫০ শতাংশ এবং দুধে প্রায় ৮৭ শতাংশ জল থাকে।

প্রিমিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া টরন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তার আসন্ন ছবি দ্য স্কাই ইজ পিঙ্কের প্রিমিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি চলচ্চিত্রের কাস্ট হিসাবে ওয়ার্ল প্রিমিয়ারে অংশ নিয়েছিলেন, ফারহান আখতার এবং শোনালী বোসও উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রিমিয়ারের জন্য, প্রিয়াঙ্কা নাটকীয় একাধিক ফ্রিলের বিশদ সহ একটি শ্বাসরুদ্ধকর মার্চেসা ফল ২০১৯ অফ-শোল্ডার গাউনটি বেছে নিয়েছিলেন।একরঙা গাউনটিতে কোমরে একটি কালো সাটিন বেল্ট ছিল যা পিছনে একটি বিশাল ধনুকে পরিণত হয়েছিল। প্রিয়াঙ্কা তার অত্যাশ্চর্য গাউনটিতে কোনও রাজকন্যার চেয়ে কম দেখতে লাগছিল না, তবে এটি আমাদের একটি অনুরূপ রূপের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে যা ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ২০১৩ সালের কান চলচ্চিত্র উতসবে পরেছিলেন।অভিনেত্রী ফরাসি রিভিরার রেড কার্পেটে তার উপস্থিতির জন্য একটি চমকপ্রদ রাল্ফ এবং রুসো গাউনটি বেছে নিয়েছিলেন। তিনিও একটি অফ সোল্ডার পিস পরেছিলেন, যাতে কালো ফুলের প্যাটার্নের সাথে টুকরো টুকরো রাফল দেখা গিয়েছিল।

কার্তিক আরিয়ানের বাড়ির সামনে ধর্ণায় ছিলেন মেয়ে ! দিলেন বিয়ের প্রস্তাব

কার্তিক আরিয়ানের ফ্যান এই মেয়ে। মুইতেই থাকেন। বয়স ২০ হবে খুব বেশি হলে। মুম্বই: কার্তিক আরিয়ান। বলিউডের নতুন প্রজন্মের হিরোদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়। অভিনয়টাও তিনি মন্দ করেন না। কার্তিক খুব হ্যান্ডসাম। তাঁর জন্য মেয়েরা পাগল। শুধু ফ্যানেরা নন। সারা আলি খানের মতো হিরোইনরাও তাঁর সঙ্গে ডেটে যেতে চান।তবে এই মেয়ে যা করলেন তা হার মানিয়ে দেয় সব কিছুকে। কার্তিক আরিয়ানের ফ্যান এই মেয়ে। মুইতেই থাকেন। বয়স ২০ হবে খুব বেশি হলে। কার্তিকের সঙ্গে একবার দেখা করবেন বলে ১৫ দিন ধরে রোজ দাঁড়িয়ে থাকতেন কার্তিকের বাড়ির সামনে। রাতে নিজের বাড়িতে ফিরে আসতেন। আবার ভোর হলেই কার্তিকের দরজায় ধর্ণা দিতেন। এভাবেই ১৫ দিন পর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় কার্তিকের। সিকিউরিটির বেড়াজাল পার করে এই মেয়ে দেখা পান কার্তিকের।কার্তিক তাঁকে নিজের বাড়িতে বসিয়ে কথা বলেন। তারপর চলে আসার সময় মেয়েটি মাঝ রাস্তায় হাঁটুগেড়ে বসে কার্তিককে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু কার্তিক বাধ্য হন তাঁর ভক্তের মন ভাঙতে। সেলফি তুলে হাসি মুখে সেই ফ্যানকে বাড়ি পাঠান কার্তিক।

সোমবার আগরতলায় বিজেপি কার্যালয়ে পিঠা পুলি উৎসব পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

গঙ্গাসাগর মেলার নিরাপত্তায় জোর দেওয়ার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কাকদ্বীপ, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় যাতে কোনরকম অশান্তি ছড়াতে কেউ না পারে সেদিকে পুলিশ প্রশাসন ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি সমগ্র গঙ্গাসাগর মেলা থেকে শুরু করে মেলায় আসা যাওয়ার রাস্তা ঘাটকে সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলে নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। সোমবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের হালদার চক এলাকায় প্রশাসনিক বৈঠকে এসে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের এই বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সার্বিক কাজকর্ম নিয়ে খোঁজ খবর নেন তিনি।

নতুন বছরের প্রথমেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সফরে এসেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দুপুর পৌনে একটা নাগাদ তিনি আকাশ পথে পৌঁছন কাকদ্বীপের সভাস্থলে। সেখানে একদিকে যেমন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সব দফতরের আধিকারিকরা ছিলেন, তেমনি জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও, এসডিপিও, আই সি, ওসিরা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন জেলার সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রীরা। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বৈঠক শুরুর প্রথমেই খোঁজ নেন বুলবুল দুর্গত এলাকার। সেখানে সঠিক ভাবে ত্রাণ পৌঁছেছে কিনা, কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ ফসলের ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন কিনা এইসব বিষয়ে। যাতে ক্ষতিগ্রস্থ সব মানুষই সরকারি সাহায্য পান সেই নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি এবারের গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে ও খোঁজখবর নেন তিনি। এবারের মেলাতে যাতে কোনভাবেই কেউ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াতে না পারেন সে দিকে প্রশাসনকে কড়া নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আগামী ৮ই জানুয়ারি বামফ্রন্টের ডাকা বনধ সমর্থন করছেন না বলে এদিন প্রশাসনিক বৈঠকের মঞ্চ থেকে জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, " বনধের ইস্যুকে সমর্থন করলেও বনধকে কোনভাবেই সমর্থন করছি না। আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এর বিরোধিতা করবো। বনধ করলে সরকারের প্রচুর টাকা ক্ষতি হয়।এমনিতেই সরকার আর্থিক দুরাবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে"। এসবের পাশাপাশি এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, ১০০ দিনের কাজ সহ বিভিন্ন প্রকল্প সম্মন্ধে ও আধিকারিকদের কাছ থেকে খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট বৈঠকের পর কাকদ্বীপ থেকে আকাশ পথে গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে এদিন সন্ধ্যায় কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দেন তিনি। রাতে গঙ্গাসাগরেই রাত্রিযাপন করার পর মঙ্গলবার পাথর প্রতিমায় একটি সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। সেখান থেকে আবার ও ফিরে এসে মঙ্গলবার রাতে গঙ্গাসাগরে রাত্রিযাপন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর বুধবার দুপুর নাগাদ আকাশ পথেই তার কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা রয়েছে।

খোলামুখ খনি এলাকা পরিদর্শনে এসে বিক্ষোভের মুখে প্রশাসনিক দল

বাঁকুড়া , ৬ জানুয়ারি (হি. স.) : খোলামুখ কোলিয়ারির লাগোয়া গ্রাম পরিদর্শনে এসে ব্যপক ক্ষোভের মুখে পড়েন পরিদর্শনে আসা প্রশাসনিক দল।এ নিয়ে ব্যপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

বড়জোড়া নর্থ খোলামুখ কয়লা খনিতে বিস্ফোরণের জেরে খনি লাগোয়া বাগুলি, কেশবপুর ও মনোহর ডাঙাপাড়া গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। সেই সব বাড়িগুলি দেখতে জেলা প্রশাসনের এক যৌথ প্রতিনিধিদল স্থানীয় কেশবপুর গ্রামে হাজির হন। প্রতিনিধি দল কে দেখেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন গ্রামের বাসিন্দারা। প্রতিনিধিদলকে ঘিরে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন নারী-পুরুষ শিশু-কিশোরেরা। তদন্ত করার নামে গ্রামবাসীদের সঙ্গে খনি কর্তৃপক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের কর্তারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাথে তামাশা করছে বলে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কয়লার স্তর ফাটানো হচ্ছে।, খনি এলাকায় প্রতিটি বাড়িতে ফাটল ধরেছে, প্রতিটি মুহূর্তে বিপদ অপেক্ষা করে আছে, একথা জানিয়ে গ্রামের বাসিন্দারা পুনর্বাসন সহ ক্ষতিপূরণ দাবি করে প্রতিনিধি দলটিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। কেশবপুর গ্রামের বাসিন্দারা বলেন, এই কোলিয়ারির দায়িত্ব পেয়েছে রাজ্য সরকারের সংস্থা পিডিসিএল। ওরা আবার কয়লা উত্তোলনের দায়িত্ব দিয়েছে মন্টি কার্লো নামে একটি বেসরকারি সংস্থাকে। এই মন্টি কার্লো নিয়ম মেনে ব্লাস্টিং না করে প্রতিদিন বেলা ১ টার পর বিস্ফোরণ ঘটায়, সে সময় কয়লার টুকরো উড়ে এসে পড়ে গ্রামের ভিতরে। যার ফলে অনেক গ্রামবাসী আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণের বিকট শব্দে ভূমিকম্পের মত কম্পন শুরু হয়, বাড়ি গুলি থরথর করে কেঁপে ওঠে।ভয়ে আমরা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসি।

সুমন ভান্ডারী নামক এক গ্রামবাসী বলেন, এই নিয়ে বেশ কয়েকবার তদন্ত হয়ে গেল কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। আমাদের দুর্দশার কথা জানতে পেরে জেলা প্রশাসন পিডিসিএল, মন্টি কার্লো ও প্রশাসনের লোকজনকে দিয়ে একটি যৌথ কমিটি গঠন করে তদন্ত করতে পাঠিয়েছে। তারা এদিন যা দেখলেন তাতে তো কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ আমরা চাই পুনর্বাসন, এবং সমস্ত কিছু পরিষেবা ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ। কিন্তু তদন্ত কমিটির লোকজনের কথা বার্তা শুনে মনে হলো ওরা সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে ফাটল ধরা বাড়ি মেরামত করার পরামর্শ দেবেন। গ্রামের বাসিন্দা মহেশ্বর আখুলি, উজ্জ্বল ভান্ডারী বলেন, বিস্ফোরণের ফলে প্রত্যেকটি বাড়ির ভিত নড়ে গিয়ে কমজোরি হয়ে পড়েছে। বড় বড় দোতলা, একতলা বাড়ি গুলি যে কোনো সময় ধসে পড়তে পারে। আমাদের বাড়ি মরন ফাঁদ হয়েছে একমাত্র কোলিয়ারির অপরিকল্পিত কাজের জন্য। আমাদের পুনর্বাসন ছাড়া কোনো গতি নেই। কোলিয়ারি থেকে গ্রামের দূরত্ব মাত্র ৪০০ মিটার। কয়লার গুঁড়ো, খাদানের পরিত্যক্ত দূষিত জল গ্রামের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে, সেই জল জমিতে পড়ে কৃষিকাজ মার খাচ্ছে। এইভাবে বাস করা যায় না। কোলিয়ারি হয়েছে কিন্তু সব চাইতে বড় ক্ষতি হয়েছে আমাদের। কিন্তু গ্রামের একজন বেকারও কাজ পায়নি। তাহলে আমারা এইসব বিপদ নিয়ে কেন চুপ থাকবো? প্রয়োজনে খনি বন্ধ করে দেওয়া হোকবলে গ্রামবাসীরা দাবী তুলেছেন। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটিও বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রুমা চক্রবর্তী প্রতিনিধিদের জানান, বাচ্চা ছেলে মেয়েদের নিয়ে খুব আতঙ্কে থাকি। দুপুরে রান্না করার সময় বা খাবার সময়ই বিস্ফোরণ হয়। ফলে খাবারের উপর বিদ্যালয়ের ছাদ থেকে ইট বালির গুঁড়ো পড়ে। বড়জোড়ার বিধায়ক সুজিত চক্রবর্তী বলেন, এ বিষয়ে বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিধানসভায় অধ্যক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়েছি। এখনো তার জবাব পাইনি। তিনি বলেন, কেশবপুর ও মনোহর ডাঙাপাড়ার প্রত্যেকটি বাড়ি আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে। অবিলম্বে এই দুটি গ্রামের পুনর্বাসন দরকার। পাশাপাশি বাগুলির বাসিন্দাদের অবস্থা ভেবে দেখা উচিত। কিন্তু আমি একজন জনপ্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও ওই কমিটিতে আমাকে রাখা হয়নি। ফলে গ্রামবাসীদের হয়ে কথা বলার মতো কেউ নেই। তাই কয়লা উত্তোলন কারী সংস্থা যা খুশি তাই করছে।তিনি অভিযোগ করে বলেন যে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর থেকে বেআইনি ভাবে কয়লা পাচার হচ্ছে, এর ফলে রাজ্য সরকারের সংস্থার ক্ষতি হচ্ছে, রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার।এ বিষয়ে তদন্ত কমিটির কর্তারা জানান , আমরা সমস্ত কিছু দেখে গেলাম। ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হবে, ।

জেএনইউ-কাণ্ডের জের, শিলচরে প্রতিবাদ এআইডিএসও

শিলচর (অসম), ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ)-এ রবিবার সংগঠিত হামলার ঘটনায় প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে শিলচরের এআইডিএসও। গতকাল সংগঠিত ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে সোমবার কাছাড় জেলার সদর শিলচরে অফিস পাড়ায় ক্ষুদিরাম বসুর পূর্ণাবয়ব মূর্তির পাদদেশে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এআইডিএসও-এর কর্মকর্তা ও সদস্যরা।

রবিবার দুষ্কৃতীদের হামলায় আক্রান্ত হয়েছেন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় পড়ুয়া ও শিক্ষিকরাউ হামলাবাজদের প্রতিহত করতে গিয়ে আঘাত পান অধ্যাপকউ সেই হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভানেত্রী ঐশী ঘোষ-সহ একাধিক ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকউ ওই ঘটনার প্রতিবাদে এআইডিএসও-এর আন্দোলনকারীরা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মুখে নানা স্লোগান দিয়ে দাবি করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলাকারীদের শীঘ্র গ্রেফতার করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া, এ ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তা সুনিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি তুলেছে এআইডিএসও। আজকের প্রতিবাদী কর্মসূচিতে এআইডিএসও-এর কাছাড় জেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ পল্লব ভট্টাচার্য, শিবু বৈষ্ণব, শেফালি দাস, স্বপন চৌধুরী, বাবলী দাস-সহ অনেকে অংশগ্রহণ করেছেন।

এবছর কেকেআরের নতুন তারকা টম ব্যান্টনের ঝোড়া ইনিংস বিগ ব্যাশে

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : এবারের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নিলামে কেকেআর এক কোটি টাকার বিনিময়ে ইংল্যান্ডের টম ব্যান্টনকে দলে নিয়েছে। নাইটদের নতুন তারকার আগ্রাসী ব্যাটিং দেখে কলকাতা নাইট রাইডার্স টুইট করেছে, এক কথায় অসাধারণ। সোমবার ব্যাট হাতে বিগ ব্যাশ লিগে ঝড় তুললেন টম ব্যান্টন। মাত্র ১৯ বলে ৫৬ রানের ইনিংস খেলেন ব্রিসবেন হিটের এই ক্রিকেটার। ব্যান্টনের ইনিংসে সাজানো ছিল সাতটি ছক্কা ও দু'টি চার। তার মধ্যে এক ওভারেই তিনি হাঁকান পাঁচটি বিশাল ছক্কা। এদিন বিগ ব্যাশে খেলা ছিল ব্রিসবেন হিট ও সিডনি থান্ডারের। বৃষ্টির জন্য ওভার সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছিল। ৮ ওভারে ব্রিসবেন হিট করে চার উইকেটে ১১৯ রান। ম্যাচের চতুর্থ ওভারে অর্জুন নায়ারের উপরে নির্দয় হয়ে ওঠেন ব্যান্টন। ২১ বছর বয়সী বোলারের ওভারে পাঁচটি ছক্কা মারেন ব্যান্টন। মাত্র ১৬ বলে হাফ সেঞ্চুরি করেন তিনি। শেষ মেশ ক্রিস ট্রিমেনের বলে আউট হন ব্যান্টন। ব্যান্টনের ব্যাটিং নাইট-ভক্তদের আশাবাদী করে তুলছে। নিলামের পর দিনই বিগ ব্যাশে মাত্র ৩৬ বলে ৬৪ রান

ছয়ের পাতায়

মোদী সরকারকে বাঁচানোর জন্য ঢাল হল তৃণমূল, অভিযোগ বাম নেতাদের

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): মোদী সরকারকে বাঁচানোর জন্য ঢাল হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ করলেন বাম শ্রমিক সংগঠন 'সিটু'-র রাজ্য প্রধান তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অনাদি সাহু।

এ রাজ্যের শাসক দল প্রস্তাবিত ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করলে তা দেখে নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অনাদিবাবু। কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন ধর্মঘট যাতে বন্ধ করা যায় সেই ব্যবস্থা নিতে। মমতা তাঁর গুন্ডাবাহিনী ও পুলিশকে নিয়ে রাস্তায় নামবেন। আমরাও তার মোকাবিলা করব। এর জন্য যে পরিস্থিতি তৈরি হবে তার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

এ দিন সিটু ছাড়াও এআইটিইউসি, এইচএমএস, আইএনটিইউসি, এআইটিইউসি, টিইউসিসি, এআইসিসিটিইউ, ইউটিইউসি প্রভৃতি শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা যৌথভাবে তৃণমূল সরকারের সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদ করেন।

সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার তারিখ ধর্মঘটের দিন অর্থাৎ ৮ জানুয়ারি পড়েছে। কয়েক লক্ষ ছাত্র ছাত্রী এই পরীক্ষা দেবেন। অনেক আগে থেকে ডাকা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের দিন পরীক্ষা হলে তাঁরা চরম অসুবিধায় পড়বেন। গত ২৪ ডিসেম্বর ধর্মঘট আহ্বাণকারী বিভিন্ন সংগঠন স্বাক্ষর করে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে পরীক্ষার তারিখ বদল করার জন্য অনুরোধ করেছেন। সেই চিঠির অনুলিপি আজ সাংবাদিকদের দিয়ে নেতারা বলেন, এখনও পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের কোনও ঘোষণা কেন্দ্রীয় সরকার করেনি। ছাত্র ছাত্রীদের চরম অসুবিধার মধ্যে ফেলার ঘটনা আমরা তীব্র নিন্দা করছি।

ভারত বনধ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বিচারিতার অভিযোগ কংগ্রেসের

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি, (হি. স.): বুধবারের বিভিন্ন বাম শ্রমিক সংগঠনের ডাকা ভারত বনধ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ করল কংগ্রেসউ সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র অভিযোগ করেন, "একদিকে সিএএ-এনআরসি ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী রাস্তায় মিছিল করছেনউ অন্যদিকে সরকারি কর্মচারীদের সার্কুলার পাঠিয়ে "একই ইস্যুতে" বন্ধের দিন অনুপস্থিত থাকলে মাইনে এবং কর্ম জীবনের ১ দিন কমে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এটিকে আমরা মোদী সরকারের কাছে বার্তা পাঠানোর কৌশল বলেই মনে করছি।'

সোমেনবাবু বলেন, "প্রদেশ কংগ্রেস আগেই সমর্থন করেছে। বন্ধের দিন আমাদের কর্মীদের রাস্তায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বন্ধের প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বিচারিতা আবার সামনে এসে গেল। মুখমন্ত্রীর চোখ রাঙানির তোয়াক্কা না করেই বাংলার মানুষ এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ৮ জানুয়ারি বন্ধ পালন করবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।'

জেএনইউ-এ হামলার জোড়া প্রতিবাদ মিছিলে উত্তপ্ত যাদবপুর

কলকাতা,৬ জানুয়ারি (হি.স.) : রবিবার দিল্লির জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া এবং অধ্যাপকদের ওপর দুষ্কৃতীদের হামলা হয় উজেএনইউয়ের ঘটনার প্রতিবাদে সুলেখা মোর সামিল তিনটি মিছিল উ একদিকে এসএফআই,পাশাপশি সিপিআইএম অপরদিকে বিজেপির মিছিল উসুলেখা মোরে তিনটি মিছিলে উত্তপ্ত এলকা উ বিরাট পুলিশ বাহিনী মোতায়েন এলকায় উ

জেএনইউয়ের ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নামল একাধিক মিছিল উ সোমবার মিছিল পাল্টা মিছিলে উত্তপ্ত কলকাতা উ যাদবপুরের ৮ বি থেকে সুলেখা মোর পর্যন্ত বেরিয়েছে এসএফআই-র ধিক্কার মিছিল উ অন্যদিকে বাঘাযতীন থেকে যাদপুর থানা পর্যন্ত বেরিয়েছে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল উমুখোমুখি বিজেপি -পড়ুয়াদের মিছিল উ এসএফআই-র মিছিল সুলেখা মোর পৌঁছাতেই সেখানে পৌঁছায় বিজেপি নেতা অনুপম হাজরার নেতৃত্বে বিজেপির মিছিল উ স্লোগান পাল্টা স্লোগানে উত্তপ্ত সুলেখা উ সুলেখা মোরে বিজেপির মিছিল পৌঁছাতেই সেই মিছিল আটকে দেয় পুলিশ উ মিছিলে মিছিলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সুলেখা মোর উ রাস্তাতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি উ পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি হয় আন্দোলনকারীদের উ একাধিক মিছিলের কারণে যাদবপুর এলাকায় বন্ধ যানচলাচল উ

পুলিশ বিজেপির মিছিলকে আটকালে বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা এই প্রসঙ্গে বলেন, 'উস্কানি দিচ্ছে পুলিশউআমরা শান্তিপূর্ণ মিছিল চাই উ কিন্তু ইচ্ছে করে অশান্তির পরিবেশ তৈরী হচ্ছে ।

জেএনইউ-কান্ডে অমিত শাহর পদত্যাগ দাবি প্রদেশ কংগ্রেসের

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): জেএনইউ-কান্ডে অমিত শাহর পদত্যাগ দাবি করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রউ সোমবার তিনি বলেন, 'নূন্যতম লজ্জা থাকলে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অমিত শাহে পদত্যাগ করা উচিত।'

সোমেনবাবু বলেন, 'এর আগেও অনেক ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের লাঠি-গুলি চালানো দেখেছিউ কিন্তু গতকাল জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেভাবে পুলিশের প্রত্যক্ষ মদতে ছাত্রী হোস্টেল বহিরাগতরা ঢুকে তাঁদের রক্তাক্ত করল এমনটা কখনও দেখিনি। কাল যা ঘটল তা ১৯৩০ সালের জার্মানির ফ্যাসিবাদের কুখ্যাত নেতাদের কথা মনে পড়ছিল।'

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্য, ওই নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কর্মীরা আজ সারাদিন রাস্তায় ছিল। ছাত্রপরিষদের কর্মীরা সারা রাজ্যে জেএনইউ-র ছাত্র-ছাত্রীদের সমর্থনে পথে নেমেছিল। এই লড়াই আরও তীব্র করার পরিকল্পনা প্রদেশ কংগ্রেস করছে। রাজ্য বিজেপির সভাপতির বামপন্থীদের পেটানো মন্তব্যে আমি একটুও অবাক হইনিউ কারণ তাঁদের সবার জিন তো নাগপুরের থেকেই আমদানি হয়েছে।বাংলায় এই ফ্যাসিবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের শীঘ্রই কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে।'

ছাত্রী খুনের অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে পথ অবরোধ, পুলিশ হাজতে অভিযুক্ত

বসিরহাট, ৬ জানুয়ারি(হি.স) : মনিয়াতুল নেসা নামে দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে বিষ খাইয়ে খুন করার অভিযোগে অভিযুক্ত রাজিবুল হোসেন নামে এক যুবককে গ্রেফতারের দাবিতে সোমবার পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় সহপাঠীরা। এদিকে এদিনই অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নেয় মাটিয়া থানার পুলিশ। মাটিয়া থানার বাসিন্দা মতিয়ার রহমান মোল্লার মেয়ে মনিয়াতুল নেসা মালতিপুর হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। গত ২ জানুয়ারি বিষ খেয়ে মৃত্যু হয় ওই ছাত্রীর। ছাত্রীর মৃত্যুর জন্য স্থানীয় রাজিবুল হোসেন নামে এক অটোচালকের বিরুদ্ধে বিষ খাওয়ানোর অভিযোগ ওঠে পরিবারের পক্ষ থেকে। রাজিবুল এর নামে তার দুদিন পরে মাটিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ছাত্রীর পরিবারের লোকেরা। ওই যুবকের বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ছাত্রীকে বিষ খাইয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন তারা। অভিযুক্ত রাজিবুলকে গ্রেফতারের দাবিতে সোমবার মালতিপুর স্কুল এর পাশেই রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে নামে সহপাঠী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। সহপাঠীদের অভিযোগের বিষয় নিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বললে জানা যায় রবিবার রাতেই রাজিবুলকে গ্রেফতার করে মাটিয়া থানার পুলিশ। সোমবার তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ছাত্রীর পরিবারের তরফ থেকে উঠে আসা বিষ খাইয়ে খুনের অভিযোগ এর বিষয় নিয়ে কথা বললে ওই ছাত্রী নিজেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে দাবি পুলিশের।

জেএনইউ- র ঘটনা পৈশাচিক, মন্তব্য ফিরহাদের

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি. স.): জেএনইউ তে শিক্ষক ও গার্লস হোস্টেলের পড়ুয়াদের উপর হামলাকে পৈশাচিক কাজ বলে সোমবার মন্তব্য করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পৌরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পাশাপাশি এদিন তিনি জানান দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন তা দল অনুসরণ করবে।

জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় রবিবার সন্ধ্যেবেলা পড়ুয়াদের উপর মুখোশধারী একদল দুষ্কৃতী নির্বিচারে হামলা চালায়। আক্রান্ত হন শিক্ষকদের একাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভানেত্রী ঐশী ঘোষ মাথা ফেটে গুরুতর অবস্থায় এইমসে ভর্তি হন। অভিযোগের তীর যায় বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি র উপর।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, 'এবার হিসেব বরাবর হচ্ছে'। একইসাথে দিলীপ ঘোষের বিস্ফোরক মন্তব্য, 'শিক্ষাঙ্গনে মারামারি কারা আমদানি করছে? কমিউনিস্ট আর কংগ্রেস রা। ওরা যা যা করেছে তার ফল পাচ্ছে।' এই কথার তীব্র নিন্দা করেছেন ফিরহাদ হাকিম।

জেএনইউ ঘটনায় তদন্ত করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দিল্লিতে পাঠিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, 'যখন বাবুল সুপ্রিয় কে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মারা হল হেনস্থা করা হল তখন কোথায় ছিলো রাজ্য সরকারের সহমর্মিতা'? অপরদিকে মুখ্যমন্ত্রী এই কমিটি গঠনের বিষয়টিকে তিনি মায়া কান্না বলে ব্যঙ্গ করেছেন।

দিলীপ ঘোষের এই কথার প্রতিক্রিয়া দিয়ে ফিরহাদ হাকিম কটাক্ষ করে জানিয়েছেন, 'ওনার পরিস্থিতি বোঝার ক্ষমতা নেই। নির্বোধ মানুষ ওনার ব্রেনে ঢুকবে না।'

বাবুঘাটে ভিড় জমাতে শুরু করেছে সাধুবাবারা

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : কথায় বলে সব যাত্রা বারবার গঙ্গা সাগর একবার উ সাধু ও গৃহীর যুগলবন্দিতে জমজমাট শীতের বাবুঘাট উ গঙ্গা সাগর মেলা শুরু হতে বেশ কিছুদিন দেরী থাকলেও ইতিমিধ্যে কলকাতার বাবুঘাটই যেন হয়ে উঠেছে মিনি গঙ্গাসাগর উ বাবুঘাটে ভিড় জমাতে শুরু করেছে সাধুবাবারা ।২০২০ সালের গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হবে ১০ জানুয়ারি চলবে ১৬ তারিখ পর্যন্তউতার গঙ্গাসাগর যাওয়ার আগে সাধুবাবাদের সবার ঠিকানা এখন বাবুঘাটই । সাগরমেলা যাওয়ার মাঝপথে সাধুরা অনেকেই ডেরা ফেলেছেন বাবুঘাটের লাগোয়া মাঠে-ময়দানে উ কেউ মত্ত ভক্তদের ভবিষ্যত নির্ধারণে কেউ বা কেউ গায়ে ছাই মেখে গাঁজায় টান দিতে আবার কেউ দুলছে দোলনায় ।

সোমবার ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিমের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় উপস্থিত বিশিষ্টরা। ছবি- নিজস্ব।

মেটেলিতে চা বাগান থেকে বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

মেটেলি, ৬ জানুয়ারি (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলিতে চা বাগান থেকে বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার মেটেলি চা বাগানের ৪ নম্বর সেকশনে বৃদ্ধার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা।

খবর পেয়ে মেটেলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতার বয়স আনুমানিক ৬০ বছর। তবে তাঁর নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। মৃত ওই বৃদ্ধা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে পুলিশের প্রাথমিকভাবে অনুমান। ঘটনার তদন্ত চলছে।

দিল্লির উন্নয়নে বাধা দিচ্ছে আপ, দাবি অমিতের

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লি বিধানসভা ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। এরপরেই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নিন্দায় মুখর হলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

সোমবার নিজের ট্যুইটবার্তায় অমিত শাহ লিখেছেন, দিল্লির উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে এই বিধানসভা নির্বাচন। মোদী সরকারের বিকাশের বার্তা প্রতিটি বাড়িতে নিয়েও যাওয়ার আহ্বান করেছেন তিনি। ট্যুইটে অমিত শাহের দাবি দিল্লির উন্নয়নে প্রধান অন্তরায় আপ সরকারের প্রকৃত স্বরূপও জনগণের কাছে প্রচার করা হবে।

এদিনই জাতীয় নির্বাচন কমিশন দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করেন। কমিশনের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন অমিত শাহ। পাশাপাশি দিল্লিবাসীকে বিপুল ভোটদানের আহ্বানও করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল নেতৃত্বাধীন আপ সরকারকে কটাক্ষ করে অমিত শাহ লেখেন, পাঁচ বছর ধরে যারা রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করেছে এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছে তাদের এবার ক্ষমতার থেকে উপড়ে ফেলবে জনগণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপর আস্থা রাখবেন রাজ্যবাসী। পাঁচ বছর ধরে কোনও কাজ না করে নির্বাচনের ঠিক তিন মাস আগে প্রতিশ্রুতির বন্যা বওয়াচ্ছে রাজ্য সরকার। আয়ুষ্মান ভারতও কার্যকর করেনি এই সরকার। গরিবের অধিকার অর্জনের জন্য এই নির্বাচন।

জেএনইউ-তে এবিভিপি কার্যকর্তাদের উপর বাম ইউনিটির হামলায় আহত ২৫

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি. স.) : জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলায় বামপন্থী গুন্ডারা যুক্ত বলে অভিযোগ করলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) প্রদেশ সম্পাদক সপ্তর্ষি সরকার।

সপ্তর্ষিবাবু জানিয়েছেন, নতুন ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন চলাকালিন বাম ইউনিটি প্রতিনিয়ত তা বন্ধ করার কাজ করছিল। শেষ দু'দিন ধরে তারা অনেক সেন্টারে ইন্টারনেট বন্ধের মাধ্যমে সেই কাজ পুরোপুরি বন্ধ রাখে। পুনরায় সেই রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া বন্ধ করতে গেলে বাম ইউনিটির ছাত্রদের এবিভিপি-র ছাত্ররা বাধা দেয়। ঠিক সেই সময় থেকেই এবিভিপি-র কার্যকর্তাদের উপর আক্রমণ শুরু করে বাম ইউনিটির সদস্যরা। এই হামলায় এবিভিপি-র ২৫ জন কার্যকর্তা গুরুতর আহত হয়।বর্তমানে তারা দিল্লির এইমস হাসপাতালে ভর্তি।

সপ্তর্ষিবাবুর অভিযোগ, শুরু থেকেই এই ধরনের পরিস্থিতি বাম ছাত্রদের দ্বারা ক্যাম্পাসে তৈরি করে রাখা হয়েছে। সেটা জেএনইউ হোক বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৩১ জন এসএফআই-এর ছাত্র-ছাত্রী সংগঠনের উপর ধর্ষণের বিভিন্ন অভিযোগ দিয়ে সংগঠন ছেড়েছেন। এর আগেও সাধারণ ছাত্রছাত্রী সহ বিরোধী নানা সংগঠনকে বাম ছাত্রদের দ্বারা তৈরি এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই ধরনের ঘটনায় যে সব বামপন্থী গুন্ডারা যুক্ত প্রশাসন তাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দিক। এই আবেদন করেছে এবিভিপি।হিন্দুস্থান

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটিন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জেএনইউ কাণ্ডে চূড়ান্ত সতর্ক উত্তরপ্রদেশ পুলিশ

লখনউ, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লির জেএনইউ কান্ডের পর চূড়ান্ত সতর্কতা জারি গোটা উত্তরপ্রদেশজুড়ে। রাজ্য পুলিশের শীর্ষকর্তারা ইতিমধ্যেই জেলা পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক করে দিয়েছে। যে কোনও রকমের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে জেলা পুলিশ কর্তাদের।

জাতীয় নাগরিকত্ব সংশোধনী (সিএএ) নিয়ে ইতিমধ্যেই সরগরম রাজ্য রাজ্যনীতি। এর মধ্যে পাকিস্তানে নানকানা শিখগুরুদ্বারে হামলা এবং মার্কিন ড্রোন হামলায় ইরানের সেনাকর্তার মৃত্যুর পর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় রোজই বিক্ষোভ প্রদর্শন হচ্ছে। এর মধ্যে জেএনইউ হামলার পর উত্তরপ্রদেশের সার্বিক পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ প্রশাসন। রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র আন্দোলনের উপর নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের ডিজি ওপি সিং জানিয়েছেন, নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। প্রতিটি জেলা পুলিশ সুপারকে এই বিষয়ে যাবতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানতে পারা গিয়েছে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কার্যত রাজ্যের প্রতিটি জেলায় বিক্ষোভ চলছে। সিএএ নিয়ে জনতার মধ্যেই এখনও অসন্তোষ চলছে। ইরানের সেনার কর্তার মৃত্যুর পর আন্দোলনে নেমেছে শিয়া সম্প্রদায়ের জনতা অন্যদিকে নানকানা সাহেব গুরুদ্বারে হামলার পর একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছে শিখ সংগঠনগুলি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, রবিবার রাতে মুখে কাপড় বেঁধে জেএনইউ ক্যাম্পাসে ঢুকে তাণ্ডপ চালায় একদল দুষ্কৃতি।

জাতীয় সড়কের সংস্কারে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ জানুয়ারি।। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের আঠারমুড়া পাহাড়ে বেহাল অবস্থা। নিম্নমানের সংস্কার কাজের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় জনগণ। সংস্কার করার কয়েক ঘন্টার মধ্যে পাথরের কংক্রিট ও পিচ উঠে গিয়েছে। রাস্তার হাল আরও বেহাল হয়ে গিয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, বাবাবার জনগণ এবং যান চালকদের তরফ থেকে দাবী জানানো হয়েছিল আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক তথা আট নম্বর জাতীয় সড়কের সংস্কার করার জন্য। রাস্তার উপর বড় বড় গর্ত হয়ে রয়েছে। বর্ষার মরশুমে যান চালকদের মারাত্মক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। মাঝে মধ্যেই ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটে যায়। এই অবস্থায় শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের টকন নড়ে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। মূলক ৪২ মাইল এলাকার অবস্থা অত্যন্ত বাজে অবস্থায়। চাকমঘাট থেকে ৪১ মাইল পর্যন্ত এলাকাটি মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীন। দপ্তরের কর্মী ও আধিকারিকরা অনিয়মের আশ্রয় নিয়েছে বলে অভিযোগ। এই রাস্তা সংস্কারে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে। আর তার দরুন এই অবস্থা হয়েছে জাতীয় সড়কের। অবিলম্বে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে রাস্তা সংস্কারের কাজ করার জন্য এলাকার লোকজন ও যান চালকরা দাবী জানিয়েছেন।

বগাফায় বিস্তর পরিমাণ বেআইনী কাঠ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। পাচারকালে মূলবান কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজারের বগাফাতে। জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে কাকুলিয়া ফরেস্ট রেঞ্জের অফিসার বিশ্বজিৎ রায় সহকর্মীদের নিয়ে অভিযান চালায়। টিআর-০৮-এ-১৭৫৫ নম্বরের একটি গাড়িতে করে ওই কাঠ পাচার করা হচ্ছিল। বন দপ্তরের কর্মীরা জানিয়েছে প্রায় চল্লিশ ফুট কাঠ হবে। তবে এখনো উদ্ধার করা কাঠের বাজারমূল্য নির্ধারণ করা যায়নি। তবে, গাড়ি আটক করে কাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও পাচারচক্রের কাউকেই আটক করা সম্ভব হয়নি।

হয়েছে

● প্রথম পাতার পর

অর্থ বছরে ২৩টি এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২০টি কাজ অসম্পূর্ণ ছিল। ওই ১৯২টি কাজের মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ৫৫১ কোটি টাকা। সেই টাকা সরকার পরিবর্তন হওয়ার সময় অব্যয়িত ছিল।

পূর্ত দপ্তরের দাবি, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় এনবিসিসি ও এইচসিএলকে নির্মাণ কাজের বরাত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, নির্মাণ সংস্থা বাছাইয়ে ত্রুটি থাকার কারণে কাজগুলি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। রাজ্য সরকার সমস্ত অসমাপ্ত কাজ এক বছরের মধ্যে সমাপ্ত করতে চাইছে। ইতিমধ্যে, ৩৫টি কাজ দায়িত্ব প্রাপ্ত নির্মাণ সংস্থার কাছ থেকে সড়িয়ে এনে পুনরায় পূর্ত দপ্তর থেকে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এর সাথে ২০১৯ সালের জুলাই মাসে প্রাপ্ত আরও ৪৩টি কাজেরও দরপত্র আহ্বান করেছে পূর্ত দপ্তর। ওই কাজে একটি সেতু ও ৪২টি সড়ক রয়েছে। পূর্ত দপ্তরের দাবি, মোট ৩০৭ কিমি সড়ক নির্মাণ করে পরিবর্তী সময়ে আরও ৭৭৫ কিমি কাজের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

হাতে

● প্রথম পাতার পর

কিছু দান করা হলে মেয়াদোত্তীর্ন হওয়ার পর মামলা করা যায় না। এক্ষেত্রে দানপত্র লিখে দেওয়ার ৩ বছরের মধ্যে মামলা করতে হয়। তাছাড়া, রুদ্রসাগর জাতীয় জলাভূমির ২১ নম্বর তালিকায় রয়েছে। ফলে, নীরমহল এবং রুদ্রসাগরের জমিতে ত্রিপুরা সরকারের সম্পূর্ণ মালিকানা থাকা উচিত। তিনি বলেন, আদালতে মহারানি বিভু কুমারী দেবীর পক্ষে আইনজীবীর বক্তব্য টিকেনি। ত্রিপুরা হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায় খারিজ করেছে। ফলে, নীরমহল পুনরায় ত্রিপুরা সরকারের হাতে চলে এসেছে।

এ-বিষয়ে মহারানি বিভু কুমারী দেবীর সন্তান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ বলেন, ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়ে নীরমহল-এর মালিকানা পুনরায় রাজ্য সরকারের হাতে গিয়েছে। কিন্তু, আমরা এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হব। খুব শীঘ্রই আইনি পরামর্শ নিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়কে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানানো হবে।

দিল্লি

● প্রথম পাতার পর

শেষ বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল ২০১৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। সেবার ৭০টি আসনের মধ্যে আম আদমি পার্টি জিতেছিল ৬৭টি আসনেঊ বাকি তিনটি পেয়েছিল বিজেপি। কংগ্রেস কোনও আসনে জেতেনি।

পেট্রোলের

● প্রথম পাতার পর

স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন পেট্রোল পাম্পের মালিকরাও।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আটের পাতার পর

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি নিশ্চিত, পরিকল্পনা মতো সাইকেল ট্র্যাক যখন বাস্তবায়িত হবে, তখন দিল্লির দূষণ ২০ শতাংশ কমে যাবে। দিল্লির এই নতুন রাস্তায় যখন ৫০ লক্ষেরও বেশি যাত্রী সাইকেল চালাবেন, তখন সাইকেল চালানোই ফ্যাশনে পরিণত হবে।

ইনিংস বিগ ব্যাশে

পাচের পাতার পর

করেছিলেন। এ দিনও খেললেন ঝোড়ো ইনিংস। এবারের আইপিএল-এ ব্যান্টনের কাছ থেকে এ রকমই সব মারমুখী ইনিংস আশা করছেন নাইট-সমর্থকরা।

সোমবার শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ। ছবি- নিজস্ব।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

দিল্লির শাস্ত্রী ভবনে অমিত খরের সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক চিন্তামণি মহাপাত্র, রেজিস্টারার ড় প্রমোদ কুমার, রেক্টর অধ্যাপক রীণা প্রতাপ সিং, অধ্যাপক ধনঞ্জয় সিং। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে অমিত খরেকে অবগত করানো হয়। যদিও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না উপাচার্য এম জগদীপ কুমার। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যে হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সেই সংক্রান্ত রিপোর্টও পেশ করা হয়।

প্রায় এক মাস ধরে ছাত্র আন্দোলন হচ্ছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পঠনপাঠন। পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করার নির্দেশ দিয়েছেন অমিত খরে।

উল্লেখ করা যেতে পারে রবিবার মুখে কাপড় বেঁধে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতি। হামলায় গুরুতর জখম হন একাধিক পড়ুয়া। তাদের এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি। কলকাতায় নিন্দায় সরব হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা।

বিবৃতি দিয়ে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (জেএনইউ) অজ্ঞাত পরিচয়ে দুষ্কৃতি হামলার নিন্দা করলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।

সোমবার সকালে বিবৃতি জারি করে সোনিয়া গান্ধী জানিয়েছেন, প্রতিদিন ভারতের যুব সমাজ এবং পড়ুয়াদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। মোদী সরকারের আমলে তরুণ ভারতের উপর যে ভয়াবহ হামলা চালানো হয়েছে তা নিন্দীয়। বিরুদ্ধ মতামতের কণ্ঠরোধের চেষ্টা চলছে।

সোনিয়া গান্ধী আরও দাবি করেছেন, প্রতিদিন ভারতের ক্যাম্পাস এবং কলেজগুলিতে হামলা চালানো হচ্ছে। কখনও পুলিশ তো কখনও দুষ্কৃতিরা এমন হামলা করছে। এই হামলাগুলিকে সমর্থন করছে বিজেপি সরকার। জেএনইউতে পড়ুয়া এবং অধ্যাপকদের উপর হামলাকে হাড় কাপানো বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সোনিয়া গান্ধী জানিয়েছেন, দেশের এখন প্রয়োজন স্বল্পমূল্যের শিক্ষা, চাকরি ও গণতন্ত্রে সক্রিয় যোগদান।

উল্লেখ করা যেতে পারে রবিবার মুখে কাপড় বেঁধে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতি। হামলায় গুরুতর জখম হন একাধিক পড়ুয়া। তাদের এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি। কলকাতায় নিন্দায় সরব হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা।

জনবিস্ফোরণ

● প্রথম পাতার পর

আয়তন অনুযায়ী জনসংখ্যায় রাজ্য সম্পৃক্ত। তাই একজন বিদেশিকেও ত্রিপুরায় স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। তেমনি, ১৯৯৬ সালে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্তও সংসদে বলেছিলেন, ত্রিপুরায় ৮ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী রয়েছেন। সাথে নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা যোগ করেন, ১৯৯৫ সালে তদানীন্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টিএন সেশন যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছিলেন, তাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল ত্রিপুরায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার অনুপ্রবেশকারীর তথ্য।

নরেন্দ্রবাবুর কথায়, বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের তথ্যে প্রমাণিত ত্রিপুরায় জনবিস্ফোরণ হয়েছে। তার প্রভাব আজও আমাদের ভুগতে হচ্ছে। তিনি বলেন, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ত্রিপুরায় চালু হলে বহু মানুষ এই রাজ্যের নাগরিক হবেন। তাতে অন্ন, বাসস্থান, চাকরি ইত্যাদি ভাগ হবে। তিনি বলেন, এমনিতেই ত্রিপুরায় লক্ষ লক্ষ বেকার রয়েছেন। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বেকারত্বের হার বাড়াবে। তাঁর কথায়, এই আইনের প্রভাব থেকে ত্রিপুরাকে বাঁচাতে হলে এডিসি এলাকায় পৃথক রাজ্য গঠন একমাত্র সমাধানের পথ। কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবির প্রতি সহমত পোষণ করবে, আশাবাদী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা।

মন্ত্রী দেববর্মা বলেন, দাবি আদায়ে আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের গণ-অবস্থান শুরু করেছে আইপিএফটি। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরার ৮৫৬ কিমি এলাকা সীমান্তে ঘেরা। জনবিস্ফোরণের হাত থেকে ত্রিপুরাকে বাঁচাতেই আন্দোলন চালিয়ে যাব আমরা

হাইকোর্ট

● প্রথম পাতার পর

নিয়োগ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতেই হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম অগ্রাহ্য করা যাবে না।

এদিন রায় ঘোষনার পর পুরুষোত্তম রায় বর্মন বলেন, আদালতে সরকার পক্ষের কোন বক্তব্যই টিকেনি। ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ কুরেশি এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ উদয়পুর নিম্ন আদালতে ৫ জন এপিপি-র নিয়োগ বাতিল করে দেন। সাথে মেধা তালিকায় বাছাই দুই জন প্রার্থীকে আগামী ২ মাসের মধ্যে এপিপি পদে নিয়োগের রায় দেন।

এ-বিষয়ে অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুন কান্তি ভৌমিক বলেন, ত্রিপুরা সরকার একটি প্যানেল গঠন করে এপিপি নিয়োগ করেছে। তাঁর কথায়, এপিপি পদে সমস্ত নিয়োগ চুক্তিভিত্তিক হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে মেধা তালিকা মেনে নিয়োগ দিতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাই, ত্রিপুরা সরকার হাইকোর্টের ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মেবারবাবু জানান, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কথা শুনবে বলে জানতে পেরেছেন। তিনি বলেন, সরকারীভাবে এখনও চিঠি পাইননি। তবে আগামী ১৯ জানুয়ারি শিলঙে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজনৈতিক দল, এনজিও-সহ অন্যান্যদের সাথে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতবিনিময় হওয়ার কথা। তাঁর কথায়, ওই বৈঠকে রাজ্যের সমস্যাগুলি আবারও তুলে ধরব আমরা। তাঁর বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় সরকার সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে রাজ্যের সমস্যা সমাধানে বিবেচনা করবে।

আহত চার

● প্রথম পাতার পর

জনৈক বাইকারের। ঘটনায় আহত হয়েছেন বাইকের অন্য আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানাধীন নতুনবাজার এলাকায়। নিহত বাইকারকে ইছাই লালছড়ার জনৈক বাসু নাথের বছর ৪৫-এর ছেলে সুকুমার নাথ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া আহতকে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা ঠিকাদার আনসার আলি (৪৬) বলে পরিচয় মিলেছে। সুকুমার নাথ পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন বলে জানা গেছে।

প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, দৈনন্দিন কাজ শেষে রবিবার রাত দশটা নাগাদ ধর্মনগর শহর থেকে আরআর ০২ সি ৭৮৭৮ নম্বরের হিরোহোন্ডার সুপার প্লেন্ডার বাইকে ইছাই লালছড়ায় নিজের বাড়ির উদ্দেশে ফিরছিলেন সুকুমার নাথ এবং পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা ঠিকাদার আনসার আলি। এমন সময় বিপরীত দিক অর্থাৎ কদমতলা থেকে আসছিল টিআর ০৫ ১৬৭৩ নম্বরের মিনি ট্রাক। ট্রাকের সঙ্গে সুকুমার নাথের বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে সংঘটিত হয় মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি। সংঘর্ষে বাইক থেকে ছিটকে পড়েন দুই আরোহী। দুমড়ে-মুচড়ে যায় বাইক।

ইত্যবসরে বাইকার সুকুমার নাথকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাইকের অপর আরোহী তথা ঠিকাদার আনসার আলিকে সংকটজনকভাবে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

ঘটনার পর খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে যান কদমতলা থানার পুলিশ ও ধর্মনগর দমকল বাহিনীর কর্মীরা। তাঁরা দুর্ঘটনাগ্রস্ত মিনি ট্রাক ও দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া সুপার স্প্লেন্ডার বাইকটিকে উদ্ধার করে কদমতলা থানায় নিয়ে আসেন। পাশাপাশি কদমতলা থানার পুলিশ এ ব্যাপারে যান দুর্ঘটনা সংক্রান্ত একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, রাজধানীতে বাইক দুর্ঘটনায় আবারও প্রাণ হারিয়েছে এক যুবক। তার নাম রাজু দে। বয়স ৩২ বছর। পেশায় রাজমিস্ত্রি। রবিবার রাত্রিতে কাজ সেরে অভয়নগর থেকে বাড়ি ফেরার পথে কোন অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় মৃত রাজুর বাইকটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই বাইক চালক রাজু দে এবং তার সঙ্গে আর এক আরোহী তাপস সরকার পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী দমকল বাহিনীকে খবর দিলে দমকল কর্মীরা তাদের উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করে। হাসপাতালে আসার কিছুক্ষণ পরই রাজুর মৃত্যু হয়। অপর আরোহী তাপস সরকার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ বাইকটু উদ্ধার করে জিবি ফাঁড়িতে নিয়ে এসেছে।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ভর্তি হওয়া পর চিকিৎসকের নির্দেশে নার্সরা প্রথমে ইনজেকশন পুশ করে। দেওয়া হয় সেলাইনও। ধীরে ধীরে রোগী সুস্থ হয়ে উঠার বদলে আরও সংকটাপন্ন হয়ে উঠতে থাকে। তাতে সন্দেহ হয় রোগীর পরিবারের লোকজনদের। তারা লক্ষ করেন রোগীকে যে সেলাইন দেওয়া হয়েছে সেটি মেয়াদ উত্তীর্ণ। বিষয়টি চিকিৎসক ও নার্সকে জানানো হলেও তারা বিষয়টি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। তাতে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

বিষয়টি জানাজানি হতেই হাসপাতালে লোক জমতে থাকে। শেষপর্যন্ত চিকিৎসক স্বীকার করেন মেয়াদ উত্তীর্ণ সেলাইনের কথা। এ ধরনের ঘটনায় হাসপাতালে উত্তেজনা দেখা দেয়। অবশ্য স্থানীয় কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি বেশীদূর গড়াতে পারেনি। বামুটিয়া হাসপাতালে এতোবড় ঘটনা ঘটে গেলেও দেখা মিলেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। তাতে ক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছে।

সহায়তা

● প্রথম পাতার পর

মহারাষ্ট্র ৬০০ কোটি টাকা এবং বিহার ৪০০ কোটি টাকা পেয়েছিল। তার অতিরিক্ত ২০১৯-২০ অর্থবছর-সহ এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ২৭টি রাজ্যকে রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিলের কেন্দ্রীয় শেয়ার থেকে ৮,০৬৮ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল।

প্রসঙ্গত, আজকের বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, অর্থমন্ত্রক, কৃষিমন্ত্রক এবং নীতি আয়োগের শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস রিলিজ

Ref. OTPC/PAL/HR&A/2019-20/392 Dt. 06.01.2020

আমরা একটা বিষয় জনসমক্ষে প্রচারে আনতে চাই যে আজ ৬ই জানুয়ারি ২০২০ অনুমানিক সকাল নয়টা নাগাদ জানতে পারি যে, সামাজিক প্রচার মাধ্যম (ওয়ার্টআপ) এ কোন এক বিশেষ অভিসন্ধি বশত ওটিপিসি এর নামে আমন্ত্রণ পত্র প্রচার করে ওটিপিসি ও ওটিপিসিএল কে বদনাম করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাতে কিছু মর্যাদা হানিকর শব্দ প্রয়োগ করে সামাজিক প্রচার মাধ্যম এ ওটিপিসি এর বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে। আমরা পরিস্কার ভাবে জানাতে চাই যে, ওটিপিসি এর পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনও আমন্ত্রণ পত্র বা প্রোগ্রাম চালু হয়নি। ওয়ার্টআপ এ যা প্রচার করা হয়েছে সেটি একটি প্রতারণা মূলক অভিসর যা ওটিপিসি কে বদনাম করার জন্যই করা হয়েছে।

এটা সত্য যে, ওটিপিসি দেশ ও জাতির মান মর্যাদা রক্ষার করে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা পুনরায় দৃঢ়তার সাতে জানতে চাইযে আমরা এ রাজ্যের সমস্ত কুস্টি ও সংস্কৃতির প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা এ ধরনের দুষ্ট অভিপ্রায় যুক্ত প্রচারের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি ওটিপিসি ও ওটিপিসিএল কে বদনাম করার জন্যই এ ধরনের কাজ করা হয়েছে বলে মনে করি। আমরা এই দুষ্ট চক্রের বিরুদ্ধে পুলিশেও অভিযোগ দায়ের করেছি।

Mr. Bibek Roy
Plant Incharge
OTPC, Udaipur Kakraban Road,
PO: Palatana, Kakraban, Gomati District
Tripura. **ADVT.**

টেস্ট ক্রিকেটেও নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ফ্লেমিংকে টপকে গেলেন রস টেলর

সিডনি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : একদিনের ক্রিকেটের পর এবার টেস্ট ক্রিকেটেও নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হিসেবে স্টিফেন ফ্লেমিংকে টপকে গেলেন রস টেলর।

একদিনের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হিসেবে স্টিফেন ফ্লেমিংকে টপকে গিয়েছিলেন ২০১৯ ফেব্রুয়ারিতেই। সোমবার সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ টেস্টের চতুর্থদিন নিউজিল্যান্ড ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটেও সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হলেন রস টেলর। এক্ষেত্রেও দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক ফ্লেমিংকে পিছনে ফেললেন কিউয়ি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান।

সোমবার সিডনিতে পিঙ্ক টেস্টের চতুর্থদিন অস্ট্রেলিয়ার কাছে হোয়াইটওয়াশ হতে হল কিউয়িদের।

তবে দলের বিপর্যয়ের দিন ব্যক্তিগত মাইলস্টোন স্পর্শ করলেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক।

কেরিয়ারের ৯৯তম টেস্টে দেশের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক স্টিফেন ফ্লেমিংকে টপকে গেলেন টেলর। ১১১টি টেস্টে এতদিন ফ্লেমিংয়ের সংগৃহীত ৭,১৭২ রানই এতদিন ছিল সর্বোচ্চ।

কিন্তু সিডনি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যান্ড ইনিংসের ১৮তম ওভারে ফ্লেমিংকে টপকে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন রস। এদিন ব্যক্তিগত ২২ রানে যখন মাঠ ছাড়ছেন, টেলরের নামের পাশের তখন জ্বলজ্বল করছে ৭, ১৭৪ টেস্ট রান। ঝুলিতে ১৯টি শতরান ও ৩৩টি অর্ধশতরান। টেলর, ফ্লেমিংয়ের পর কিউয়ি ব্যাটসম্যান হিসেবে সর্বোচ্চ টেস্ট রান সংগ্রহের নিরিখে তালিকায় তৃতীয়স্থানে রয়েছেন ব্রেন্ডন ম্যাককালাম (৬,৪৫৩)। চতুর্থস্থানে মার্টিন ক্রো (৫, ৪৪৪)।

বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে গুজরাটের বিরুদ্ধে ৩ পয়েন্ট পেল বাংলা

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : অন্ধ্রপ্রদেশের পর গুজরাটের বিরুদ্ধেও ৩ পয়েন্ট পেল বাংলা। বৃষ্টি আর খারাপ আলোর জন্য দু”দিনের বেশি সময় নষ্ট হলেও পার্থিক প্যাটেলদের বিরুদ্ধে ৩ পয়েন্ট আদায় করলেন মনোজ তেওয়ারিরা। তিন ম্যাচ পর ১২ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে বাংলা। ইডেনে পরপর দু ম্যাচ থেকে ৬ পয়েন্ট পাওয়ার পর পরের হোম ম্যাচও ইডেনেই খেলতে চাইছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বাংলার তিন পয়েন্ট পাওয়ার কারিগর দুই তরুণ ক্রিকেটার। নিজের দ্বিতীয় ম্যাচেই ৬ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা পেসার আকাশদীপ। আর কঠিন সময়ে অপরাজিত ৫৩ রানের ইনিংস খেলে বাংলার তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেন রঞ্জি অভিষেক হওয়া ঋত্বিক রায় চৌধুরি। সোমবার খেলার শেষ দিন গুজরাটের ইনিংস শেষ হয় ১৯৪ রানে। আকাশদীপের ৬ উইকেটের পাশাপাশি ৪ উইকেট নেন ঈশান পোড়েল। জবাবে শুরুতে অভিষেক রমনের উইকেট হারায় বাংলা। তবে অধিনায়ক ঈশ্বরনের ৪২, মনোজের ৩৭ রানের ইনিংসে ভাল জায়গায় পৌঁছে যায় তারা। একটা সময় চাপে পড়ে গেলেও ঋত্বিকের চওড়া ব্যাটে ভর করে গুজরাটের রান পেরিয়ে ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করে মনোজ-ঈশ্বরনরা। শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেট হারিয়ে ২৩৯ রান তোলে বাংলা।

দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচ খেলতে ইন্দোরে দুদলে ক্রিকেটার, পরিষ্কার থাকার পূর্বাভাস

ইন্দোর, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামীকাল মঙ্গলবার ইন্দোরের হলকার স্টেডিয়ামে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।রবিবার গুয়াহাটিতে বৃষ্টির কারণে বাতিল ঘোষণা করা হয়। আগামীকালের ম্যাচের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। আবহাওয়া দফতর ম্যাচের সময় আকাশ পরিষ্কার থাকার পূর্বাভাস দিয়েছে। বিসিসিআইয়ের পিচ কিউরেটর তাপস চ্যাটার্জি সোমবার হলকার স্টেডিয়ামে পৌঁছে পিচটি পর্যালোচনা করে প্রস্তুতি নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (এমপিসিএ) পিচ কিউরেটর সমন্দর সিং চৌহান। রবিবার গুয়াহাটিতে প্রথম টি-২০ ম্যাচটি বাতিল হয়। সোমবার সন্ধ্যায় দুদলই ইন্দোরে পৌঁছাবে।

সিডনিতে পিঙ্ক টেস্টে নিউজিল্যান্ডকে হারাল অস্ট্রেলিয়া

সিডনি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : নাথান লায়নের দুরন্ত স্পিনে সিডনিতে পিঙ্ক টেস্টে নিউজিল্যান্ডকে ২৭৯ রানে হারাল অস্ট্রেলিয়া। সেই সঙ্গে তিন টেস্টের সিরিজে কিউয়িদের হোয়াইটাওয়াশ করল অজিবাহিনী। ফলে মরশুমে অপরাজিত অস্ট্রেলিয়া। অ্যাশেজ সিরিজ ড্র হওয়ার পর ঘরের মাঠে পাঁচটি টেস্টেই জিতেছে টিম পেইনের দল। দু'টি পাকিস্তান ও তিনটি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সিরিজে শুরু থেকেই ব্যাটিং দাপট ছিল অজিদের। সেই সঙ্গে বোলারদের দাপটে লড়াই জারি রাখতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। ৪১৬ রান তাড়া করতে গিয়ে মাত্র ১৩৬ রানে শেষে হয়ে যায় কিউয়িবাহিনী। ৫০ রান দিয়ে পাঁচটি উইকেট তুলে নেন লায়ন। ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়ে অজিদের জয়ে বড় ভূমিকা নেন অভিজ্ঞ এই অফ-স্পিনার। পারথ ও মেলবোর্নের পর সিডনি টেস্টেও সিডনি টেস্টেও নাস্তানাবুদ কিউয়িবাহিনীর। এসসিজি-তে প্রথম ব্যাটিং করে মার্নাস ল্যাবুশেনের ডাবল সেঞ্চুরিতে ভর করে ৪৫৪ রান তুলেছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু লায়ন ও প্যাট কামিন্সের বোলিংয়ের সামনে ২৫৬ রানে শেষে হয়ে যায় নিউজিল্যান্ড ইনিংস। লায়ন পাঁচটি এবং কামিন্স তিনটি উইকেট নেন। প্রথম ইনিংসে ১৯৮ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে দু' উইকেটে ২১৭ রান তুলে ডিক্লেয়ার্ড দেয় অস্ট্রেলিয়া।

দ্বিতীয় ইনিংসে দুরন্ত সেঞ্চুরি করেন ডেভিড ওয়ার্নার। ম্যাচ ও সিরিজের সেরা প্লেয়ার ল্যাবুশানে। পিঙ্ক টেস্টেই কেরিয়ারে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেন তিনি। সম্প্রতি দারুণ ফর্মে থাকা ল্যাবুশেনে ২১৫ রানের ইনিংস খেলেন। পারথে সিরিজের প্রথম টেস্টে ১৪৩ রানের ইনিংস খেলেছিলেন ল্যাবুশেনে।

টেস্ট ক্রিকেটেও নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ফ্লেমিংকে টপকে গেলেন রস টেলর

সিডনি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : একদিনের ক্রিকেটের পর এবার টেস্ট ক্রিকেটেও নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হিসেবে স্টিফেন ফ্লেমিংকে টপকে গেলেন রস টেলর।একদিনের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হিসেবে স্টিফেন ফ্লেমিংকে টপকে গিয়েছিলেন ২০১৯ ফেব্রুয়ারিতেই। সোমবার সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ টেস্টের চতুর্থদিন নিউজিল্যান্ড ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটেও সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হলেন রস টেলর। এক্ষেত্রেও দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক ফ্লেমিংকে পিছনে ফেললেন কিউয়ি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। সোমবার সিডনিতে পিঙ্ক টেস্টের চতুর্থদিন অস্ট্রেলিয়ার কাছে হোয়াইটওয়াশ হতে হল কিউয়িদের। তবে দলের বিপর্যয়ের দিন ব্যক্তিগত মাইলস্টোন স্পর্শ করলেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক। কেরিয়ারের ৯৯তম টেস্টে দেশের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক স্টিফেন ফ্লেমিংকে টপকে গেলেন টেলর। ১১১টি টেস্টে এতদিন ফ্লেমিংয়ের সংগৃহীত ৭,১৭২ রানই এতদিন ছিল সর্বোচ্চ। কিন্তু সিডনি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যান্ড ইনিংসের ১৮তম ওভারে ফ্লেমিংকে টপকে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন রস। এদিন ব্যক্তিগত ২২ রানে যখন মাঠ ছাড়ছেন, টেলরের নামের পাশের তখন জ্বলজ্বল করছে ৭,১৭৪ টেস্ট রান। ঝুলিতে ১৯টি শতরান ও ৩৩টি অর্ধশতরান। টেলর, ফ্লেমিংয়ের পর কিউয়ি ব্যাটসম্যান হিসেবে সর্বোচ্চ টেস্ট রান সংগ্রহের নিরিখে তালিকায় তৃতীয়স্থানে রয়েছেন ব্রেন্ডন ম্যাককালাম (৬,৪৫৩)। চতুর্থস্থানে মার্টিন ক্রো (৫,৪৪৪)।

PRESS NOTICE /NIITING e- TENDER NO. IWEE/LTV/P1VD/M/2019-20 Dated. 02/01/2020
The Executive Engineer, Executive Engineer, L.T Valley Division, PWD(R&B) Manu Dhalai, Tripura inutes on behalf of the 'Governor of Tripura item rate e-tender/Form-7 from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Gther State PWD up to

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No. 16/EE/LTV/ PWD /M/2019-20	Rs. 7,15,791.00	Rs. 7, 158.00	03(three) months	up to 15.00 Hrs On 24.01.2020.	At 16.00 Hrs on 24/01/2020. (If possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIe-T No. 17/EE/LTV/ PWD /M/2019-20	Rs. 14,52,526.00	Rs.14,525.00	03(three) months				

NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

ICA-C/2113/2019-20

Executive Engineer
L.T Valley Division, PWD(R&B) Manu
Dhalai, Tripura

The Executive Engineer, Rural Development Department, Udaipur Division,Gomati District,Tripura invites separate item-wise rate e-tender against press PNIT No.- PT-V/EE/RDUD/G/2019-2020 DATED-02-01-2020

1 . Carrying of RD store materials from R.D. District Godown to different RD BLOCK store & worksites under Gomati & South Tripura District. Total T/Cost:- Rs.2S-00000/-, E/Money= Rs. 25000/- Time 1(one) year. DNIT NO. DT-01/ CARRYING/RDUD JEE/ G/ 2019-2020(2.d Call). Dt.- 02-01-2020

2. RCC piling works (300/ 350/ 400mm diameter) at various worksites under Matabari/ Kakraban/ Killa/ Tepania R D Block and Udaipur Municipal Council under Gomati District. Total T/Cost:- Rs.500000/-, E/Money= Rs. 5000/- Time :- 1(one) year. DNIT NO. DT-02 / PILLING/ RDUD/ EE/ G/ 2019-2020(2nd Call). Dt.- 02-01-2020

LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING = Up to 15.00 Hrs on 15-01-2020 TIME AND DATE OF OPENING OF BID = At 15.30 Hrs on 15-01-2020 DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION = https://tripuratenders.govin

ICA-C/2104/2019-20

(Er. L. Sarkar)
Executive Engineer R.D Udaipur
Division Gomati District,Tripura.

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. 041EE/DWS/BLN/20 19-20.

Sl. No	Name of the work and DNIT No	Estimated cost	Last date of receiving of application	Last date of issue of Tender Form	Last date of Dropping of Tender
01.	R/Mc. of NRDWP/ RWS/ UWS Scheme/ S.H.: Hiring of Maruti Van (Omni / Eeco) model not earlier than 2014 for DWS Division, Belonia for the period of 1 (One) year. DNIT NO:- 10/EE/DWS/BLN/2019-20	₹ 2,98,080/-	Upto 4.00PM on 15.01.2020	Upto 4.00PM on 18.01.2020	Upto 3.00PM on 21.01.2020
02.	R/Mc. of NRDWP/ RWS/ UWS Scheme/ S.H.: Hiring of Maruti Van (Omni / Eeco) model not earlier than 2014 for DWS Sub-Division, Santirbazar for the period of 1 (One) year. DNIT NO:- 11/EE/DWS/BLN/2019-20	₹ 2,98,080/-			
	R/Mc. of NRDWP/ RWS Scheme/ S.H.: Hiring of Maruti Van (Omni / Eeco) model not earlier than 2014 for DWS Sub-Division, Rupaichari for the period of 1 (One) year. DNIT NO:- 12/EE/DWS/BLN/2019-20	₹ 2,98,080/-			
03.	R/Mc. of NRDWP/ RWS Scheme/ S.H.: Hiring of Maruti Van (Omni / Eeco) model not earlier than 2014 for DWS Sub-Division, Jolaibari for the period of 1 (One) year. DNIT NO:- 13/EE/DWS/BLN/2019-20	₹ 2,98,080/-			

All othepnecessary information can be seen in the Office of the Executive Engineer, DWS Division, Belonia during office hour.

(Er. T.Chakma)
Executive Engineer DWS Division
Beionia Belonia, South Tripura

"Conserve Water and Save Life"

ICA-C/2108/2019-20

ICA-C/2108/2019-20

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জেএনইউ-তে হিংসা: সতর্ক পদক্ষেপ যাদবপুরের এবিভিপি-র

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) চত্বরে রবিবার সন্ধ্যার হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে সতর্ক পদক্ষেপ নিতে চলেছে যাদবপুরের অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) কর্মীরা। তাঁরা মনে করছেন, জেএনইউ-র ঘটনায় এবিভিপি-র বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক প্রচার চলছে। এবিভিপি-র যাদবপুরের শাখা সম্পাদক সুমন চন্দ্র দাস জানিয়েছেন, "প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হয়েছে। আমরা খুব সতর্ক থাকার চেষ্টা করছি। সতীর্থদের বলা হয়েছে সংযত থাকতে। কোনও প্ররোচনায় যেন তাঁরা পা না দেন।" প্রসঙ্গত, দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া এবং অধ্যাপকদের ওপর রবিবার সন্ধ্যায় অজ্ঞাতপরিচয় মুখোশধারীরা হামলা চালায়। বিরোধীদের অভিযোগ, হামলার নেপথ্যে এবিভিপি-র হাত রয়েছে। এবিভিপি অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। অন্যদিকে, জেএনইউ-হামলার প্রতিবাদে এবার রাস্তায় নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের যুব সংগঠনকে প্রতিবাদে পথে নামার নির্দেশ দিয়েছেন যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার উত্তর এবং দক্ষিণ কলকাতায় দু"টি প্রতিবাদ মিছিল করবে তৃণমূল যুব। টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের সামনে থেকে এই প্রতিবাদ মিছিল শুরু করে হাজরা মোড় পর্যন্ত যাবে যুব তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকরা। অন্যদিকে, মৌলালী থেকে দলিল ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করবে উত্তর কলকাতার যুব তৃণমূল কংগ্রেস। এছাড়াও, জেলায় জেলায় প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের নির্দেশ দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব।

চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে সোনার বিস্কুটসহ আটক বাংলাদেশি

চ্যাংরাবান্ধা, ৬ জানুয়ারি (হি. স.) : কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে এক কোটি টাকার অধিক বাজার মূল্যের সোনার বিস্কুটসহ এক বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করল শুল্ক দপ্তর। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে।জানা গিয়েছে আটক ওই ব্যক্তির নাম মহম্মদ মনির হোসেন। সে বাংলাদেশের পাবনা জেলার ফরিদপুরের বাসিন্দা ছিলেন।এদিন সে চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্ট নিয়েই ভারতে ঢুকেছিলেন। সেই সময় শুল্ক কর্তাদের সন্দেহ হলে, তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে একাধিক সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয়।উল্লেখ্য, বছর খানেক আগেও এই ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট থেকেই কয়েকদিনের ব্যবধানে কয়েক কোটি টাকার সোনার বিস্কুটসহ ভারতীয় এবং বাংলাদেশের নাগরিক ধরা পড়েছিল। ফের সোনা উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে শুল্ক দপ্তরের কর্তারা এবিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল শিমলা, কম্পাঙ্ক ৩.৬

শিমলা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৬। সোমবার সকাল ৫.১৮ মিনিট নাগাদ ৩.৬ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় শিমলায়ঊ এদিনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।হিমাচল প্রদেশের আবহাওয়া দফতর-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল ৫.১৮ মিনিট নাগাদ মৃদু ভূকম্প অনুভূত হয় হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলায়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৬। ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল শিমলা জেলা থেকে উত্তর-পূর্বে, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরেঊ প্রশাসন সূত্রের খবর, ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। তাই ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

৮ জানুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট নিয়ে সোমবার ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ র‍্যালী আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

অল ত্রিপুরা আগর এসোসিয়েশনের মুখ্য কার্যালয়ের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৬ জানুয়ারি ।। বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আজ কদমতলায় অল ত্রিপুরা আগর এসোসিয়েশনের মুখ্য কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করা হয়। রাজ্যের প্রথম আগর অফিসের আজ ফিতা কেটে অফিস গৃহের শুভ উদ্বোধন করেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অল ত্রিপুরা আগর এসোসিয়েশনের সভাপতি শৈলন নাথ, সম্পাদক আনফর আলি, কোষাধ্যক্ষ হিরালাল মোহন্ত সহ আগর এসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ সহ বিশিষ্ট জনেরা।
উল্লেখ্য রাজ্যে পালাবদলের পর আগরকে শিল্পের মর্যাদা দিল নতুন জোট সরকার। আর তারই সুফল হাতেনাতে পেল রাজ্যের তথা বিশেষ করে উত্তর জেলার আগর চাষী ও ব্যবসায়ীরা। রাজ্যজুড়ে মোট প্রায় চুয়ান্ন হাজার আগর গাছ রয়েছে যার অধিকাংশই অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার আগর গাছ অবস্থিত উত্তর ত্রিপুরা জেলায়। তাই সেদিকে নজর রেখে রাজ্য সরকার উত্তর জেলাকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছে আগর চাষের ক্ষেত্রে। সেই অনুসারে আগর অফিসের সদর দপ্তর উত্তর জেলার কদমতলাতে উদ্বোধন করা হয়। আর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে তারই আজ শুভ উদ্বোধন হলো।
এদিকে, বাম আমলে আগরকে অবৈধ করে রাখা হয়েছিল। ফলে উত্তর জেলাবাসী দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে চোরাইপথে আগরকে বহিঃরাজ্যে বিক্রি করতে হয়েছে। অথচ ত্রিপুরার এই আগর এশিয়ার মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে সুগন্ধি ও জ্বালানি হিসাবে।
আত্মার বিনিময়ে রাজ্য সরকার বিগত দিনে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব লাভ করতে পারতো। তারপরও বিগত দিনে অনেক লুকোচুরির মধ্যে আগরকে জীবিকা হিসেবে চালিয়ে গিয়েছিল উত্তর জেলার বিভিন্ন চাষী ও ব্যবসায়ীরা। রাজ্য সরকার তাদের প্রতি নজর দিয়ে আগরকে বৈধতা দিয়েছে এবং শিল্পে রূপান্তরিত করার রূপ দিয়েছে।
বর্তমানে কদমতলাতে অনেক ব্যবসায়ী সরকারি অনুমতি নিয়ে বুক ফুলিয়ে ব্যবসা করতে পারছে। রাজ্য কমিটির সদস্য আব্দুল হাসিম বিগত মাসখানেক পূর্বে উনার ভালো ও উৎকৃষ্ট মানের আগর সুগন্ধি নিয়ে মুম্বাই পৌঁছে গিয়েছিলেন বিক্রির উদ্দেশ্যে। এবং চওড়া দামে সেখানে বিক্রিও করে আসেন।তাই রাজ্য সরকারের সেদিকে লক্ষ্য রেখে উত্তর জেলাতে আন্তর্জাতিক মানের আগরের বাজার তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে। যদি সেই কাজ অতিসত্বর হয়ে থাকে তাহলে রাজ্যের বহু বেকার যুবক-যুবতী সেখানে নিযুক্তি পাবে। আর আগরকে রাজ্যে বৈধতা দিতে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এই কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী তথা যুব মোর্চার সভাপতি টিংকু রায়ের।

ধস নামল শেয়াবাজারে, ৭০০ পয়েন্টের বেশি পতন সেনসেক্সের

মুম্বই, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : সোমবার ৭০০ পয়েন্টের বেশি পতন হল সেনসেক্সের। এদিন ৭০০ পয়েন্টের বেশি পতনের জেরে ৪১,০০০ পয়েন্টের সীমা ভেঙে ফেলে সেনসেক্স। ১২, ০০০ পয়েন্টে কোনও মতে টিকে রয়েছে নিফটি।আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ার জেরে এদিন আমেরিকান ডলারের তুলনায় ভারতীয় টাকার দাম দাঁড়িয়েছে ডলারপ্রতি ৭২.১০ টাকায়। এর আগে প্রতি ডলারে ছিল ৭১.৮০ টাকা। সোমবার সেনসেক্সে দাম পড়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শেয়ারের। বাজাজ ফিন্যান্সের শেয়ারদর পড়েছে ৫। এ ছাড়া আইসিআইসিআই, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা, নেসলে ইন্ডিয়া, এশিয়ান পেন্টস, হিরো মোটোকর্প, ইন্দাস ইন্দ ব্যাঙ্ক, মারুতি সুজুকি, এইচডিএফসি ও এসবিআই শেয়ারদর ২ থেকে ৪ পড়েছে। জিওজিট ফিন্যানশিয়াল সার্ভিসেস সংস্থার গবেষণা বিভাগের প্রধান বিনোদ নায়ারের মতে, ভূ-রাজনৈতিক সংকট, উচ্চ মূল্যায়ন ও বিনিয়োগকারীদের অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বনের প্রতিফলন ঘটেছে শেয়ারবাজারে। কোটাক সিকিউরিটিস সংস্থার আশিস নন্দা মনে করছেন, শেয়ারবাজার কখনও অনিশ্চয়তা পছন্দ করে না। এর জেরে সাময়িক ভাবে বাজার কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। মার্কিন ড্রোন হানায় ইরানের শীর্ষ স্থানীয় নিরাপত্তা কর্তা কাসেম সোলেইমানির মৃত্যুর জেরে মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির ছায়া ঘনালে পতন হয়েছে এশিয়ার সমগ্র শেয়ারবাজারে।

নানকানা সাহিব গুরুদ্বারে হামলা মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার

নানাকানা সাহিব, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের ছোট্ট শহর, শিখদের পবিত্রস্থান নানকানা সাহিব গুরুদ্বারে হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পাকিস্তান পুলিশ। সোমবার প্রাদেশিক গভর্নরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নানকানা সাহিব গুরুদ্বারে হামলার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্তকে রবিবার গ্রেফতার করা হয়েছেঊ ধৃতের নাম-ইমরান চিস্তী।
প্রাদেশিক গভর্নরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নানকানা সাহিব গুরুদ্বারে হামলার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্তকে রবিবার গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে নানকানা পুলিশ স্টেশনে ৬/২০২০ ইউ/২৯৫এ/২৯০/২৯১/৩৪১/৫০৬/১৪৮/১৪৯, ৬ সাউন্ড সিস্টেম ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, শিখ তরুণী এবং এক মুসলিম তরুণের বিয়ে ঘিরে গত শুক্রবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানের নানকান সাহিবঊ চলতে থাকে শিখ-বিরোধী স্লোগান। ইট-পাথরও ছোড়া হয় গুরুদ্বারের ভিতরে। এই ঘটনার পর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছে ভারতের শিখ সম্প্রদায়ঊ দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত শুরু করে পঞ্জাব প্রশাসন। রবিবারই গ্রেফতার করা হয়েছে প্রধান অভিযুক্তকে।

সেকেরকোট স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৬ জানুয়ারি ।। সেকেরকোট হাইস্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সোমবার নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী আচমকা স্কুল চলাকালে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে রক্ত বমি করতে থাকে। ছাত্রীটির নাম ফাতেমা খাতুন। বাবার নাম বিল্লাল মিঞা। স্কুল চলাকালে অসুস্থ হয়ে পড়া ছাত্রীকে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাপনা করে দুই সহপাঠীকে দিয়ে অসুস্থ ছাত্রীটিকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। ছাত্রীটি বাড়িতে পৌঁছলে খবর পেয়ে দিনমজুর বাবা বাড়িতে ছুটে এসে তাকে আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। শিক্ষক শিক্ষিকার ভূমিকা ঘিরে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

জেএনইউ-তে হিংসা অত্যন্ত নিন্দনীয়, লজ্জাজনক : মায়াবতী

লখনউ, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ)-এ রবিবার সন্ধ্যার হিংসাত্মক ঘটনায় ব্যথিত বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সুপ্রিমো মায়াবতী। জেএনইউ-তে হিংসাত্মক ঘটনাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও লজ্জাজনক আখ্যা দিয়েছেন মায়াবতী। বিএসপি সুপ্রিমোর মতে, জেএনইউ-তে হিংসাত্মক ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত।
রবিবার সন্ধ্যায় কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা অবস্থায়, হাতে মোটা লাঠি ও লোহার রড নিয়ে শ'খানেক মুখোশধারীর মিছিল চলছিল জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের রাস্তা ধরে। আচমকাই জেএনইউ-র হোস্টেলে ঢুকে লাঠি-রড উঁচিয়ে ছাত্রছাত্রীদের হুঁশিয়ারি দেয় মুখোশধারীরা। পড়ুয়াদের উপরে হামলা চালানো হয়। বাদ যাননি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও।
জেএনইউ-তে হিংসাত্মক ঘটনাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও লজ্জাজনক আখ্যা দিয়েছেন মায়াবতী। সোমবার সকালে নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে মায়াবতী লিখেছেন, "জেএনইউ-তে পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের প্রতি হিংসা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও লজ্জাজনক। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। তাছাড়া এই হিংসাত্মক ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত হলে খুবই ভালো হবে।"
প্রসঙ্গত, রবিবার সন্ধ্যায় জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ)-এ হামলার ঘটনায় ছাত্র সংসদের সভানেত্রী ঐশী ঘোষ-সহ ১৮ জন ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছেন। প্রতিবাদ করতে গিয়ে মার খেতে হয় জেএনইউয়ের 'সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট'-এর অধ্যাপিকা সুচরিতা সেন-সহ একাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে। সুচরিতাকে এইমস-এ ভর্তি করতে হয়েছে।

প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জাগ্রত করতে হবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি ।। রাজ্যের অন্যতম বেসরকারি বনেদী স্কুল শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপমুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা।
শ্রীকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, মূল্যবোধই ভারতের সভ্যতা। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জাগ্রত করতে হবে। মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে ছেলে-মেয়েদের জাত ধর্ম বর্ণের উর্দ্ধে চিন্তাধারা করার মানষিকতার তৈরি করতে হবে। তা সম্ভব হলেই সবাই সুখী থাকতে পারবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া উচিত রাষ্ট্রবাদ ও মূল্যবোধ। আজকাল রাষ্ট্রবাদ নিয়ে নানারকম বিতর্ক হচ্ছে। ভারতীয় রাষ্ট্রবাদ অন্যরকম রাষ্ট্রবাদ বলে উল্লেখ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী।
ভারতীয় রাষ্ট্রবাদ আমেরিকার রাষ্ট্রবাদের মতো নয়। চিনের রাষ্ট্রবাদ নয়। আমাদের রাষ্ট্রবাদ হলো সকলের সুখে থাকার রাষ্ট্রবাদ। শঙ্খধ্বনিতে অতিথিদের বরণপর্বকে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম উৎকৃষ্ট নজির বলে উল্লেখ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী। শঙ্খের ধ্বনিকে পবিত্র বলেও আখ্যায়িত করেন উপমুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্য দিয়ে গুণগত শিক্ষার বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। ভারতীয় মূল্যবোধ হল উৎকৃষ্ট মূল্যবোধ। শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রকরণের উপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এর মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব।
আমাদের আদর্শ ও চিন্তাধারা রাষ্ট্রবাদী। শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন পন্থী হওয়া উচিত নয় বলেও উল্লেখ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্কুল শুধু পড়াশুনার জন্যই হলে চলবে না। স্কুল হতে হবে দেশাত্মবোধ ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার মন্দির। ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ মিশনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানকে ঘিরে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনাও পরিলক্ষিত হয়।

দেশের সংখ্যালঘুদের বিভ্রান্ত করছেন রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেস, বিশেষ করে রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রা দেশের সংখ্যালঘুদের বিভ্রান্ত করছেন। সিএএ-র অধীনে কারও নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, বরং নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। সোমবার দিল্লির তুঘলকাবাদে 'দিল্লি সাইকেল ওয়াক'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে এমনই দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)ইস্যুতে কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টি (আপ)-কে আক্রমণ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেস, বিশেষ করে রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রা দেশের সংখ্যালঘুদের বিভ্রান্ত করছেন। সিএএ-র অধীনে কারও নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, বরং নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এই সমস্ত দলগুলিই দাঙ্গার জন্য দায়ী।
অমিত শাহ এদিন আরও বলেছেন, 'যে সমস্ত পড়ুয়ারা দেশবিরোধী স্লোগান দেয়, তাঁদের জেলে পাঠানো উচিত নাকি উচিত নয়? কিন্তু, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য পুলিশকে অনুমতিই দিচ্ছেন না কেজরিওয়াল।' অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারকে আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেছেন, 'দিল্লির আপ সরকার সর্বাধিক ক্ষতি করেছে দিল্লির দরিদ্র মানুষ ও গ্রামগুলির। শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থেই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে দিচ্ছেন না কেজরিওয়ালঊ এবারের নির্বাচনে দরিদ্র মানুষেরাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে। জনগণ আপনাকে খুব ভালোভাবেই চিনে ফেলেছে, এমসিডি এবং লোকসভা নির্বাচনে তাই আপ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।
কেজরিওয়ালকে খোঁচা দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'কেজরিওয়ালজি আপনি আসলে ভয় পাচ্ছেন, দিল্লিতে যদি আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প শুরু হয়ে যায় তাহলে দিল্লির জনগণ এবং মোদীজির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হবেঊ কেজরিওয়ালজি আপনার চিন্তাভাবনা মোটেও সঠিক নয়, সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং দিল্লির জনগণ মোদীজির সঙ্গেই আছেন।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'কেজরিওয়ালজি আপনি দিল্লিতে ১৫ লক্ষ সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কথা বলেছেন, কিন্তু দিল্লিবাসী এখনও সিসিটিভি ক্যামেরা খুঁজে চলেছেন। দিল্লিতে পাঁচ বছরের পরিবর্তে ৫ মাসের চলেছে। পাঁচ বছরে কেজরিওয়াল সরকার কিছুই করেনি। শুধুমাত্র পাঁচ মাসে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিল্লির মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার কাজ করেছেন।
দিল্লির জনগণের উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বার্তা, 'দিল্লির বস্তিতে বসবাসকারী মানুষজনকে আমি বলতে চাই, আপনারা চিন্তা করবেন না। যেখানে বস্তি রয়েছে, সেখানে বাড়ি দেওয়ার কাজ করতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী। একটি পাইলট প্রকল্পও শুরু হয়েছে, ২০ হাজার বস্তিতে বাড়ি দেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে।' 'দিল্লি সাইকেল ওয়াক'-এর ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।